শ্রীশ্রীসুরত-কথামৃতম্।

মহামহোপাধ্যায়—
শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ-
বিরচিতম্।

[সটীকং-সানুবাদঞ্চ]

"বিশ্বস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তি-বর্ত্ম-প্রদর্শনাৎ।
ভক্ত-চক্রে বর্ত্তিতত্বাচ্চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়াভবৎ ॥"

শ্রীগোবর্দ্ধন দাস কাব্য-ব্যাকরণতীর্থেন
প্রকাশিতম্।
শ্রীরাধারমণবাগ, নবদ্বীপ।

৪৫২ শ্রীচৈতন্যাব্দা]

[মূল্য চারি আনা মাত্র

ভুমিকা।

পঞ্চদশ শকাব্দাতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরে দুইশত কি আড়াই শত বৎসরের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গগনে যে কয়েকজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মানের উদয় হইয়া বঙ্গদেশকে, শুধু বঙ্গদেশ কেন—সমগ্র ভারতবর্ষকেই আলোকিত করিয়াছিলেন,—শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। শ্রীচক্রবর্ত্তি-পাদের পরে শ্রীলবলদেব বিদ্যাভূষণ ব্যতিরেকে আর কেহই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের সমৃদ্ধি সম্পাদন করিতে পারেন নাই, বা তাদৃশ চেষ্টা করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রীচক্রবর্ত্তি মহাশয় একদিকে যেমন শ্রীমদ্ভাগবতের অতি সুনিপুণ টীকা দ্বারা প্রতি স্কন্দে প্রতি অধ্যায়ে মাধুর্য্য-রস-বন্যার পরিবেষণ করিয়াছেন,—অপরদিকে আবার 'উজ্জ্বলনীলমণি' প্রভৃতি রসগ্রন্থের প্রকৃত মর্ম্মোদ্‌ঘাটনে এবং স্বয়ংও শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত প্রভৃতি অষ্টকালীন লীলা স্মরণোপযোগী রসগ্রন্থের রচনায় অসাধারণ মণীষা ও কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বস্তুতঃ গোস্বামিদের পরে গ্রন্থ-প্রণয়নদ্বারা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর হার্দ্দিবস্তু প্রচারে শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদের আসনই সর্ব্বোচ্চে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম মহাশয় "সংকল্প কল্পদ্রুম" নামক গ্রন্থের টীকায় শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদকে শ্রীপাদরূপ গোস্বামির অবতার বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে, শ্রীল্ চক্রবর্ত্তি মহাশয় যেমনভাবে শ্রীপাদ শ্রীরূপের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পরকীয়াবাদ সংস্থাপনক্রমে ঐ রসেরই পরিপোষক গ্রন্থরাজি রচনা করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন—তাহাতে

তাঁহাকে শ্রীরূপের অবতার বলিতে কাহারও আপত্তি থাকিলেও তিনি যে প্রোক্ত গোস্বামিপাদের একজন অন্তরঙ্গ একনিষ্ঠ ভক্ত—একথা স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না।

সুবিদ্বান্, সুরসিক, সৎকবি ও সদ্ভাবুক শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি মহাশয় যে সকল ব্রজরসপূর্ণ অমূল্য গ্রন্থরাজি রচনা করিয়াছেন—নিভৃত নিকুঞ্জ বিলাস-রসরহস্য-পরিপূরিত এই 'শ্রীসুরত-কথামৃত' গ্রন্থখানি তাহাদের অন্যতম। এই গ্রন্থখানি শ্রীপাদ রূপগোস্বামির উৎকলিকা বল্লরীর একটী মাত্র শ্লোকরত্নকে সূত্ররূপে উপজীব্য করিয়াই রচিত। গ্রন্থকর্ত্তা ঐ শ্লোকে উট্টঙ্কিত রসসাগরে নিমজ্জিত হইয়া গোপীভাব-বিভাবিতচিত্তে শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের যে সকল মহারসময় অমৃত-মধুর সুরত-সংলাপ-সুধা শ্রীগুরুকৃপালব্ধ অপার্থিব শ্রুতিপুটে পান করিয়াছেন—তাহারই কিয়দংশমাত্র শতশ্লোকে বিনাইয়া বিনাইয়া গাহিয়াছেন। শ্রীরাধামাধব নীরব নিঝুম নিশীথে নিভৃত-নিকুঞ্জ-মন্দিরে নিরাকুলচিত্তে নিবৃন্ত-কুসুমশয্যায় সুখ-শয়ন করিয়া পরস্পর কোথাও বা ইঙ্গিতক্রমে, আবার কোথাও বা অর্দ্ধ অর্দ্ধ উচ্চারিত বাণীতে 'রসোদ্গার' করিতেছেন—ইহাই এই গ্রন্থরত্নের প্রতিপাদ্য বস্তু। সাধারণতঃ রসোদ্গার বলিতে আমরা যাহা বুঝি, ইহা আদৌ তজ্জাতীয় নহে। রসগ্রন্থে বা পদাবলীতে দেখা যায়—সখীগণ সম্মুখে বা একাকী নিজমনে শ্রীরাধা বা শ্রীশ্যামসুন্দর প্রিয়তম বা প্রিয়তমা বিষয়ে রসোদ্গার করিয়া থাকেন—কিন্তু চক্রবর্ত্তিপাদ এ' গ্রন্থে অন্যপ্রকার রসোদ্গার দেখাইয়াছেন। এ স্থলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাই পরস্পর রসোদ্গার করিতেছেন, অথচ সংলাপ-সময়েই বর্ণনীয় বস্তুর রসাতিরেক সহকারে অফুরন্ত অবিশ্রান্ত অভিনয় চলিতেছে। ইহাতে ব্রজরস-লোলুপ সাধক ভক্তদিগের মানস-পটে যে কি এক মহা অমৃত-মধুর রস-প্রস্রবণের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহার বর্ণনা

করা সাধ্যাতীত। বস্তুতঃ চক্রবর্ত্তিপাদ যেমন একটী মাত্র শ্লোকেরই আস্বাদনমুখে অনেক নিগূঢ় রসপ্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন—তদ্রূপ আমরাও নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে এই স্মরত-কথামৃতের প্রতি শ্লোক, প্রতি ছত্র ও প্রতি বাক্যই অতুলনীয় ও আস্বাদনীয় রস-প্রবাহ দান করিবে। শ্রীরূপের কাব্যরসলোভী ভক্তবৃন্দ ইহাতেও তজ্জাতীয় আস্বাদনা, উন্মাদনা ও সরসতা লাভ করিয়া ধন্য ধন্য হইবেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে বহু অনুসন্ধানের পরে শ্রীগ্রন্থখানি শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে প্রেরিত হইয়া আমাদের হস্তগত হইয়াছেন। বহু ত্রুটি ও ছন্দঃপাত ইত্যাদি পরিলক্ষিত হইলেও অনেক কষ্টে শোধনের পর টীকা ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইলেন। স্থলবিশেষে পাঠান্তর সমূহ পাদটীকায় বিন্যস্ত হইয়াছে। এক্ষণে কৃপাময় পাঠকগণ আমাদের সকল প্রকার ভ্রম প্রমাদ, ত্রুটি বিচ্যুতি ইত্যাদি দোষ-সমুদয় নিজগুণে ক্ষমা করিয়া মূল গ্রন্থের গুরু গম্ভীর তাৎপর্য্য অবধারণ করুন—ইহাই সবিনয় কাতর প্রার্থনা। এই গ্রন্থ অনুশীলন করিয়া যদি কাহারও বিন্দু মাত্রও আনন্দলাভ হয়—তবেই আমাদের সকল পরিশ্রম সার্থক হয়। ইত্যলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীশ্রীসুরত-কথামৃতম্ ।

[আর্য্যা-শতকম্]

[মূল গ্রন্থস্য কেন্দ্রীয়-শ্লোকঃ]

কদাঽহং সেবিষ্যে ব্রততি-চমরী-চামর-মরুদ্
বিনোদেন ক্রীড়া-কুসুম-শয়নে ন্যস্ত-বপুষৌ ।
দরোন্মীলন্নেত্রৌ শ্রমজল-কণ-ক্লিষ্টদলকৌ
ব্রুবাণাবন্যোন্যং ব্রজনব যুবানাবিহ যুবাম্ ॥

[উৎকলিকা-বল্লর্য্যাঃ ৫২তমঃ শ্লোকঃ]

রসবোধিনী টীকা ।

প্রেরিতো যস্য কৃপয়াত্যজ্ঞোঽপ্যয়ং জনঃ সাহসিকেঽস্মিন্ ।
তমেবানন্ত শক্তিং গুরুং বন্দে স্বানন্দ-রসমূর্ত্তিম্ ॥

অথ সোঽয়ং কবিকুলচূড়ামণিঃ বিশ্ববিখ্যাত-কীর্ত্তিঃ শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি চরণঃ **সুরত-কথামৃতাভিধেয়ং** শ্রীশ্রীরাধামাধবয়োঃ নিগূঢ়-নিকুঞ্জ-বিলাস-রস-রহস্য-পরিপূরিতং গ্রন্থরত্নমারভমাণঃ প্রথমতঃ শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামিপাদানামুৎকলিকা-বল্লর্য্যাঃ শ্লোকরত্নেন বস্তুনির্দ্দেশ-পূর্ব্বক নিজা-ভীষ্টং প্রার্থয়তি—**কদেতি**। হে প্রাণেশ্বরী-প্রাণেশ্বরৌ কদা কস্মিন্ সময়ে অহং শ্রীগুরুরূপাসখী-প্রদর্শিত মঞ্জরী-দেহধারিণী, তদিঙ্গিতেন ইহ বিলাস-নিকুঞ্জে বহিঃ স্থিতা সতী ব্রততীনাং লতানাং যাঃ চমর্য্যঃ মঞ্জর্য্যঃ

তাসাং যে চামরাঃ তেষাং মরুদ্বিনোদেন সমীরণান্দোলনেন, যদ্বা ব্রততীনাং লতাবিশেষনিবদ্ধানাং চমরীচামরাণাং মরুদ্বিনোদেন আন্দোলনরূপানন্দেন যুবাং সেবিষ্যে। যুবাং কিম্ভূতৌ? ক্রীড়াকুসুম-শয়নে বিলাসপুষ্প শয্যায়াং ন্যস্তবপুষৌ ধৃত-কায়ৌ, দরোন্মীলন্নেত্রৌ বিলাসালসেন ঈষদুন্মীলিতনেত্রৌ, শ্রমজলকণৈঃ রতিশ্রমজনিত-ঘর্ম্মবিন্দুভিঃ ক্লিন্নদলকৌ আর্দ্রীভূত-চূর্ণকুন্তলৌ তথা অন্যোন্যং পরস্পরং ব্রুবাণৌ রসালাপপরৌ। ব্রজনবযুবানৌ ব্রজনব কিশোরী-কিশোরৌ। শ্রীগুরুরূপাসখীনামিঙ্গিতেন কদাহং নানাবিধসেবাচাতুর্য্য-বিশেষৈঃ যুবয়োঃ সুখমুৎপাদয়িষ্যামীতি ভাবঃ॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

বিশ্ব-বরেণ্য শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর মহাশয় **'শ্রীসুরত-কথামৃত'** নামক গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী কৃত উৎকলিকা-বল্লরীর একটী শ্লোক-রত্নকে উপজীব্য করিয়া স্বীয় গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বস্তুর সংক্ষেপতঃ সূত্র-রূপে নির্দ্দেশ পূর্ব্বক নিজের অভীষ্ট সেবা প্রার্থনা করিতেছেন। হে প্রাণেশ্বরী-প্রাণেশ্বর! আমার এমন শুভক্ষণ কবে হইবে যে আমি শ্রীগুরুরূপা সখীর ইঙ্গিতে বিলাস-নিকুঞ্জের বহির্দ্দেশে অবস্থান করিয়া (লতা মঞ্জরী নির্ম্মিত চামরের বায়ু সঞ্চালনে) লতাদ্বারা নিবদ্ধ চমরীমৃগসমূহের চামরান্দোলন রূপ পরমানন্দজনক ক্রিয়া-বিশেষ দ্বারা—বিলাস-কুসুম-শয্যায় শায়িত, রতিরসালসভরে ঈষদুন্মীলিত-নেত্র, বিলাস-শ্রমভরে ঘর্ম্মাক্ত-অলকাবলী বিশিষ্ট ও পরস্পর নর্ম্মালাপ-পরায়ণ ব্রজনবকিশোরী-কিশোর যুগলকে নানাবিধ চাতুর্য্য বিশেষ প্রকাশনে সেবা করিয়া শ্রমাপনোদন পূর্ব্বক উভয়ের পরম সুখ বিধান করিব॥ *॥

মূলগ্রন্থঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—　　চিত্রমিদং নহি যদহো—

বিতরস্যধর-সুধাং নিকামং মে।

অতি কৃপণোঽপি কদাচিদ্

বদান্যতমতাং জনঃ প্রিয়ে! ধত্তে ॥ ১ ॥

লয়মপি ন যাতি দানে

প্রত্যুত বৃদ্ধিং রসাধিকাং* লভতে।

ইদানীং শ্রীরাধা-রাধারমণয়োরুক্তি-প্রত্যুক্তিরূপ-বিলাস-কৌতুকং বর্ণয়তি শ্লোকশতকেন। তত্র প্রথমং শ্রীকৃষ্ণ আহ—হে প্রিয়ে রাধে! ইদমেব চিত্রং অত্যাশ্চর্য্যং যৎ 'ময়া' নিকামং অত্যর্থং যথা স্যাত্তথা 'প্রার্থিতা অপি ত্বং' অধর-সুধাং মদধরপুটস্য জীবাতুং নিজাধরামৃতং মে নহি বিতরসি মহ্যং নার্পয়সি, অহো আশ্চর্য্যং! অতিকৃপণোঽপি জনঃ কদাচিৎ যাচকদুঃখনিবারণার্থমিতি যাবৎ বদান্যতমতাং দাতৃ-প্রবরত্বং ধত্তে ॥ ১ ॥

হে প্রিয়ে! 'যস্যাঃ বিদ্যায়াঃ' দানেঽপি উপযুক্ত-শিষ্যায় অশেষ বিশেষ প্রকারেণ পুনঃ পুনঃ অর্পণেঽপি লয়ং ক্ষয়ং ন যাতি

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন - হে চন্দ্রাননে! অতিশয় কৃপণ জনও যাচক-গণের দুঃখ নিবারণার্থ সময় বিশেষে মহাদাতা হইয়া থাকে, দেখিতে পাই। তুমি যে পরদুঃখকাতরা, ইহাও আমি জানি, তথাপি আজ মৎকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ প্রার্থিতা হইয়াও যে আমাকে নিজাধরামৃত প্রদান করিতেছনা - ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি? ১ ॥

হে প্রাণ-বল্লভে! যে বিদ্যা শ্রদ্ধালু শিষ্যকে অশেষ বিশেষে

* রসাত্মিকাং।

অধর-সুধোত্তম-বিত্তাং
বিবুধবরায়াশু মে দেহি ॥ ২ ॥

[তথাহি]— স্বান্তে বিভ্রতি ভবতীং
স্বান্তেবাসিন্যতিস্নিগ্ধে।
ময়ি কিমপূর্ব্বাং নাদা
† স্তমিমাঞ্চ যস্মাদ্ বিভূষ্যহো তত্র ॥ ৩ ॥

প্রাপ্নোতি। প্রত্যুত পরন্ত রসাধিকাং বৃদ্ধিং লভতে রসোৎকর্ষেণব বর্দ্ধতে এব, 'এবম্ভূতাম্' অধরসুধোত্তমবিত্তাং অধরামৃত পানচাতুর্য্য-জ্ঞান-বিশেষং বিবুধবরায় রসশাস্ত্র-পারদর্শিনে মে মহ্যং অদ্যৈব তূর্ণমেব দেহি অর্পয়, রসশাস্ত্র-পারদর্শিনং মাং ত্বং শিক্ষা-গুরু-রূপেণ অধর সুধারস-পানচাতুর্য্যং শিক্ষয়েতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

অহো আশ্চর্য্যং! ভবতীং স্বান্তে বিভ্রতি, গুরুরূপেণ নিজহৃদয়ে ধারণ-কর্ত্তরি অতি স্নিগ্ধে ত্বয়ি পরমানুরক্তে স্বান্তেবাসিনি তব

দিবানিশি দান করিলেও ক্ষয়প্রাপ্ত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর রসপূর্ণভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইয়া থাকে, এবম্বিধ অধরামৃত পান-চাতুর্য্যরূপ জ্ঞান-বিশেষ রস-শাস্ত্র-পারদর্শী পরম পণ্ডিত-প্রবর এই আমাকে অর্পণ করিয়া তুমি আমার শিক্ষাগুরুরূপে জগতে অক্ষয়-কীর্ত্তি লাভ কর—ইহাই আমার কাতর প্রার্থনা ॥ ২ ॥

হে রাধে! তুমি পরম পণ্ডিতা, তোমার পক্ষে এইরূপ অবিচার করা, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়!! যেহেতু আমি সর্ব্বদা তোমাকে গুরুরূপে হৃদয়ে ধারণ করিতেছি, তোমাতে বিশেষ-

† স্তদিমাং।

শ্রীরাধাহ— কুলরমণী-ততিলজ্জা
নির্ম্মূলন-তন্ত্র-কৌশলোদ্গারৈঃ।

শিষ্যে, কিম্বা নিকটবর্ত্তিনি, তব হৃদয়বাসিনি বা ময়ি 'রস-শেখরেঽপি' অপূর্ব্বাং অতি মধুরাং অননুভূতপূর্ব্বামিতিভাবঃ ইমাং অধরামৃত-দানচাতুর্য্য-বিদ্যাং কিং কথং ন অদাঃ দদাসি ? যস্মাৎ চ ত্বং তত্র তস্মিন্ বিষয়ে বিদুষী পরম পণ্ডিতা 'অসি'। রস পণ্ডিতানামযোগ্য পাত্রেঽপি শক্তিং সঞ্চার্য্য যোগ্যতাঞ্চ সম্পাদ্য বিদ্যাদানং সর্ব্বথৈব সমুচিতম্, কিন্তু যোগ্যপাত্রেঽপি যৎ কার্পণ্যং দরীদৃশ্যতে, তদেব অত্যাশ্চর্য্যং মন্যে ॥ ৩ ॥

কপটশালিনে পর-রমণী-ধর্ম্ম-ধ্বংসকায় শিষ্যায় নিগূঢ়বিদ্যা-প্রদানং সর্ব্বথৈবানুচিতমিত্যাশয়েন শ্রীরাধাহ—কুলেতি। হে কপটকলাগুরো ! কুল-রমণী ততীনাং পতিব্রতা-সমূহানাং 'পরম সম্পদ্রূপা' যা লজ্জা তস্যাঃ নির্ম্মূলনে মূলত এব উৎপাটনবিষয়ে যানি যানি তন্ত্র-কৌশলানি

ভাবেই অনুরক্ত এবং কায়মনোবাক্যে তোমারই শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছি ; তথাপি তুমি কেন আমাকে এই অতি মধুর অননুভূতপূর্ব্ব অধর-সুধা-প্রদান-চাতুর্য্য রূপা বিদ্যা দান করিতেছ না ? উপযুক্ত অথচ সর্ব্বথা অনুগত ছাত্র পাইলে পণ্ডিতগণ কখনও কি বিদ্যা দান বিষয়ে কার্পণ্য করিয়া থাকেন ? ৩ ॥

শ্রীরাধা বলিলেন—হে কপট-কলানিধে ! কুল-রমণীগণের লজ্জারূপ মহাশৈলকে উৎপাটন জন্য যে সমস্ত তন্ত্র মন্ত্র কলা-কৌশলাদি আছে—সে সমস্ত বিষয়েই যে তোমার সবিশেষ

প্রথয়সি কিমু নিজগর্ব্বং

জ্ঞাতং পাণ্ডিত্যমস্তি তে তত্র ॥ ৪ ॥

দৈবাদ্ বিপক্ষতামপি

ময়ি যান্ত্যা বত ‡ মমৈব সহচর্য্যা।

ন্যস্তাহং তব হস্তে

কথমত্র গর্ব্বো ভবেন্ন তে ** ? ৫ ॥

তেষামুদ্‌গারৈঃ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণৈঃ নিজস্য গর্ব্বম্ অহঙ্কারং কিমু প্রথয়সি বিস্তারয়সি ? তত্র পরস্ত্রী-পাতিব্রত্যহরণ-বিষয়ে তব পাণ্ডিত্যং পারদর্শিতা অস্তি ইতি তু 'অস্মাভিঃ' সর্ব্বথৈব জ্ঞাতমিতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

হে নাগরবর! অপি নিশ্চিতং দৈবাৎ মম দুরদৃষ্টবশাদেব ময়ি বিপক্ষতাং যান্ত্যা মদ্বৈরভাবাবলম্বিন্যা বত খেদে মমৈব সহচর্য্যা মৎ প্রিয়সখ্যা এব তব 'ধূর্ত্তস্য' হস্তে অহং ন্যস্তা সমর্পিতা ; অত্র

পাণ্ডিত্য আছে, ইহা সকলেই জ্ঞাত আছে ; তথাপি ঐ সমস্ত নিজমুখে পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করিয়া নিজগর্ব্ব বিস্তার করিতেছ কেন ? ৪ ॥

হে ধূর্ত্ত প্রবর ! কি দুঃখের বিষয় !! আমার দুর্দ্দৈববশতঃই মদ্বিষয়ে বিপক্ষতাচরণকারিণী আমারই প্রিয়সখী কর্ত্তৃক আমি তোমার হস্তে সমর্পিতা হইয়াছি ; সুতরাং এ বিষয়ে আজ যে তোমার এত গর্ব্ব বা আনন্দ হইবে, ইহাতে তোমার দোষই

‡ বিপক্ষতাপি প্রথিতা ময়ি মমৈব। ** কস্তে গর্ব্বো ভবেত্তস্মাৎ।

অয়মপি পরমো ধর্ম্মঃ
শ্লাঘা মহতী তবেয়মেবেষ্টা।
যৌবন-ফলমপি চেদং
কুলাবলা-পীড়নং যদহো* !! ৬ ॥

অস্মিন্ বিষয়ে তে তব গর্ব্বঃ মত্ততা কথং ন ভবেৎ? বনাদ্ বনান্তরান্বেষণেনাপ্রাপ্তার্থস্য ব্যাধস্য হস্তে স্বয়মেবাপতিতা স্বর্ণমৃগী; সুতরাং ব্যাধো মদগর্ব্বাৎ আত্মানং যৎ বহুমনুতে, তত্তু ব্যাধস্য দোষো ন, অপিতু হরিণ্যাঃ কর্ম্ম-বিপাক এব ॥ ৫ ॥

'হে ধার্ম্মিক-প্রবর'! অপি সম্ভাবনায়াং, কুল-বধূনাং 'যঃ পাতিব্রত্য-ধ্বংশঃ' অয়মেব তব পরমো ধর্ম্মঃ প্রশংসিত-কার্য্যবিশেষঃ। 'হে রসিক কলাগুরো'! স্ব-মাধুর্য্যাদিনা পর-রমণীগণান্ নিভৃত-বনপ্রদেশে সমাহৃত্য তাভি র্যা রতিক্রীড়া ইয়মেব তব ইষ্টা অভিলষিতা, মহতী শ্লাঘা প্রশংসা চ। অপি চ কুলাবলানাং কুলবতীনাং যৎ পীড়নং দৃঢ়ালিঙ্গন-

---

বা কি? মৃগ ধরিবার জন্য বনে বনে ভ্রমণকারী অথচ বিফল-মনোরথ ব্যাধের হস্তে হঠাৎ আসিয়া যদি সুবর্ণমৃগী উপস্থিত হয়, তবে ব্যাধের ত অহঙ্কার হইবারই কথা !!! ৫ ॥

হে যশস্বিন্! তোমার যশের কথা আমি একমুখে আর কত বলিব? কি আশ্চর্য্য! কুলবধূ-গণের পাতিব্রত্য-ধ্বংশই তোমার একমাত্র পরম ধর্ম্ম; বংশী প্রভৃতি দ্বারা সতী স্ত্রীদিগকে নিভৃত-নিকুঞ্জ প্রদেশে আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত

* কুলাবলা যন্নিপীড়য়সি।

শ্রীকৃষ্ণ আহ— স্মর-নরপতি-বররাজ্যে

ধর্ম্মঃ শর্ম্মপ্রদোঽয়মাদিষ্টঃ।

বাৎস্যায়ন-মুনি-নির্ম্মিত-

পদ্ধত্যুক্তানুসারেণ হি ॥ ৭ ॥

মর্দ্দনাদিরূপেণ যদ্ধর্ষণং ইদমেব তব যৌবন-ফলং কৈশোর-সাফল্যং। অহো! কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরমিতি শেষঃ ॥ ৬ ॥

'হে প্রিয়ে! কদাপি মম অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি র্নাস্তি, শাস্ত্রানুসারেণৈব প্রবৃত্তোঽহমিত্যভিপ্রায়েণাহ স্মরেতি।' হে প্রিয়ে! স্মর-নরপতেঃ মদনমহাধীপস্য বররাজ্যে শ্রেষ্ঠ-রাজত্বে বাৎস্যায়ন মুনিনা নির্ম্মিতানি যানি শাস্ত্রাদীনি তৎ-পদ্ধত্যুক্তানুসারেণৈব রাজ্ঞা অয়ম্ আদিষ্টঃ— 'হে মদনুচরমহাসেনাপতে! মদ্রাজ্যে অয়ং হি এব তব প্রদর্শিতঃ

রতিক্রীড়া সম্পাদনই তোমার একমাত্র অভীষ্ট বস্তু এবং পরম শ্লাঘার কার্য্য। আর কলে বলে ছলে পর রমণীগণের যে নিপীড়ন অর্থাৎ আলিঙ্গনাদি দ্বারা ধর্ষণ—এইটাই তোমার কিশোর বয়সের মহা সার্থকতা বলিয়া আমাদের বেশ মনে হয় ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ—হে রাধে! ঋষিপ্রবর বাৎস্যায়নের মতানুসারেই আমাদের মদন মহারাজের রাজত্ব চালিত হইয়া থাকে। সুতরাং মুনিবর-প্রদর্শিত শাস্ত্রযুক্তি অনুসারেই অখণ্ডপ্রতাপশালী রাজাধিরাজ মদন কর্ত্তৃক আমি এইরূপ আদিষ্ট হইয়াছি যে "হে সেনাপতে! আমার রাজত্বে তোমা কর্ত্তৃক প্রদর্শিত যে

অপিচ—অত্র প্রমাণমিষ্টং

চেন্মদুক্তেঽপি ন মন্যতে কিঞ্চিৎ।

ভরতমুনেঃ কিল শাস্ত্রং

শাস্ত্রান্তরমত্র কো গণয়েৎ ॥ ৮ ॥

পর-রমণী-ধর্ষণরূপকার্য্য-বিশেষঃ এব শর্ম্মপ্রদঃ অতিশয় সুখপ্রদঃ, মঙ্গলপ্রদো বা ধর্ম্মঃ। অতঃ কিং করোমি? অনুচরস্য সর্ব্বশাস্ত্রবিদো মম নৃপতে রাজ্ঞা-লঙ্ঘনরূপাধর্ম্মাচরণং সর্ব্বথৈব অসম্ভাব্যমিতি ভাবঃ' ॥ ৭ ॥

হে প্রিয়ে! চেৎ যদি মদুক্তে মম বাক্যে অপি ন মন্যতে প্রত্যয়ো ন স্যাৎ, 'অথচ' অত্র অস্মিন্ বিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রমাণান্তরম্ ইষ্টং অভীপ্সিতং ভবেৎ, 'তদা' ভরতমুনেঃ তন্নামকস্য ঋষিপ্রবরস্য কিল শাস্ত্রং 'পশ্য ইতি শেষঃ।' অত্র শাস্ত্রান্তরং অবান্তর-শাস্ত্রাদিকং কো গণয়েৎ? প্রসিদ্ধয়োঃ ঋষিপ্রবরয়ো র্মত সাম্যাৎ শাস্ত্রান্তর পর্য্যালোচনয়ালমিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

ধর্ম্ম, তাহাই আমার অভিপ্রেত এবং পরম মঙ্গল ও সুখপ্রদ ধর্ম্ম। স্বার্থ-পর কোনও ব্যক্তিবিশেষের কথায় যেন এই পরমপন্থা বিস্মৃত হইও না।' সুতরাং আমাকে রাজার আদেশ পালন করিতেই হইবে ॥ ৭ ॥

[অপরন্তু] হে রসময়ি! আমার বাক্যেও যদি তোমার বিশ্বাস না জন্মে, অথচ এ বিষয়ে অন্য প্রমাণ জানিতে অভিলাষ থাকে, তবে ভরতমুনি প্রণীত শাস্ত্রই দেখ। এ বিষয়ে ঐ শাস্ত্রই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। অন্য (অবান্তর) শাস্ত্রকে আর কে গণনা করে? যেহেতু প্রসিদ্ধ ঋষিদ্বয়েরই একমত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

বিদ্যোতি বিদ্যোতি-দায়ী
শ্লাঘাং মনুতে পয়োধরঃ স্বীয়াম্।
বিদ্যুদপি স্বাং সুষমাং
পয়োধরে শ্লাঘয়ত্যধিকাম্॥ ৯॥

হে গৌরাঙ্গি! পয়োধরঃ নবজলধরঃ বিদ্যোতি সৌদামিন্যাং বিদ্যোতি-দায়ী কান্তিদাতা সন্ স্বীয়াং স্বকীয়াং শ্লাঘাং গর্ব্বং মনুতে বিধত্তে। বিদ্যুদপি পয়োধরে নবঘনে স্বাং নিজাং অধিকাং শ্রেষ্ঠাং সুষমাং কান্তিং 'সমর্প্য ইতি শেষঃ' শ্লাঘয়তি আত্মানং বহুমনুতে। হে প্রিয়ে! কদাপি মেঘবিদ্যুতোর্বিয়োগো ন শোভতে। অতো নবঘনশ্যামে ময়ি বিদ্যুদ্-গৌরাঙ্গী ত্বং কথং স্বমঙ্গং শোভাঞ্চ নার্পয়সি? প্রথমং জলধরস্যৈব বিদ্যোতি নিজাঙ্গশোভাসমর্পণমুচিতমিতি চেৎ, তর্হি অহমেব নিজ-সর্ব্বাঙ্গং কান্তি-বিশেষঞ্চ ত্বদঙ্গে সমর্পয়ামীতি ভাবঃ॥ ৯॥

হে গৌরাঙ্গি! নবীন মেঘ যেমন বিদ্যুৎকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাহাতে নিজ সর্ব্বাঙ্গ-শোভা সমর্পণ-পূর্ব্বক নিজকে অতিশয় গৌরবান্বিত মনে করে, আবার বিদ্যুৎও সাতিশয় প্রশংসনীয় নিজ অঙ্গ-কান্তি নবজলধরে সমর্পণ করিয়া নিজেকে পরম সৌভাগ্যবতী মনে করে। অতএব, আর পৃথকভাবে অবস্থান না করিয়া এক্ষণে মেঘ—বিদ্যুৎ জড়িতভাবে থাকাই যুক্তি যুক্ত নহে কি? ৯॥

শ্রীরাধাহ— গোবর্দ্ধন-গিরি-কন্দর-
বাসী হরিরসীতি শ্রুতং কতিধা †।
কুলবালা-হরিণীততি
রথাপি গচ্ছত্যতো ন তে দোষঃ ॥ ১০ ॥

হে কৃষ্ণ! ত্বং গোবর্দ্ধন-গিরিরাজস্য গহ্বর-নিবাসী **হরিঃ** সিংহঃ অসি ইতি কতিধা শ্রুতং, ব্রজভুবি বিখ্যাতঞ্চ। অথাপি এতদ্ জ্ঞাত্বাঽপি কুলবালা-হরিণীততিঃ কুলবতী-মৃগী-সমূহঃ তত্র গচ্ছতি, অতঃ অস্মিন্ ধর্ষণ-ব্যাপারে তে তব দোষঃ নাস্তি। যতঃ সমীপাগতানাং মৃগীণাং ধর্ষণং সিংহস্য স্বাভাবিকী বৃত্তিরেব ॥ ১০ ॥

শ্রীরাধা—হে কৃষ্ণ! গোবর্দ্ধন-গিরির গহ্বরে সিংহ সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকে, এবং তাহার দর্শনমাত্রেই বহুবিধ কদর্থনা ভোগ করিতে হইবে—একথা পুনঃ পুনঃ অবগত হইয়াও হরিণীগণ যদি ঐ পর্ব্বতের উপত্যকায় গমন করে এবং সিংহ-কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতাও হয়—তবে তাহাতে সিংহের দোষ কি? পক্ষান্তরে—কুল-রমণীগণের পাতিব্রত্যধ্বংশকারী হরি যে তুমি নিজাভীষ্ট পূরণার্থ সর্ব্বদা গিরি-গহ্বরে বাস কর, ইহা সবিশেষ জানিয়াও যখন আমরা এই গিরিকন্দরে আগমন করি, তখন এইরূপ দশা ত ভোগ করিতেই হইবে—ইহাতে তোমারই বা দোষ কি? ১০ ॥

---

† হরিরপি ন বিশ্রুতঃ কতিধা।

কিং কুর্ম্মঃ স্বাচরিতো

ধর্ম্ম স্ত্যক্তুং কথং পুনঃ শক্যঃ ?

দিনকর-পূজনবিধিরিহ

কুসুমাবচয়ে প্রবর্ত্তয়তে ॥ ১১ ॥

"হে রাধে! স্ব-কদর্থনং নিশ্চিতমিতি জ্ঞাত্বাঽপি যৎ পুনঃ পুনঃ গমনাগমনং—তত্তু স্বাভিলাষমেব যুষ্মাকমিত্যাশঙ্ক্য প্রত্যুত্তরমাহ"—কিমিতি। স্বাচরিতঃ ধর্ম্মঃ কুলপ্রথানুসারেণ অনুষ্ঠিতঃ, অতঃ কুল-ধর্ম্ম এব ত্যক্তুং পরিত্যক্তুং কথং পুনঃ শক্যঃ অস্মাভি র্ন কদাপি পরিত্যাজ্যঃ ইত্যর্থঃ। অতো বয়ং কিং কুর্ম্মঃ? অস্বাতন্ত্র্যাৎ। অয়ং দিনকরস্য সূর্য্যস্য পূজন-বিধিঃ এব কুসুমাবচয়ে পুষ্প-চয়নার্থং ইহ গোবর্দ্ধনস্য উপত্যকায়াং অস্মান্ প্রবর্ত্তয়তে প্রেরয়তি ॥ ১১ ॥

"হে কৃষ্ণ! যদি বল, গিরি গহ্বরে আমার বাস এবং আমার সহিত দেখা হইলে তোমাদের বিড়ম্বনা অবশ্যম্ভাবী, ইহা জানিয়াও যখন এখানে না আসিয়া থাকিতে পার না, তখন এই কার্য্য তোমাদের অভিপ্রেতই বলিতে হইবে, এ কথাও বলিতে পার না; কারণ আমরা কুলবতী, কুল-প্রথানুসারে বহুকাল হইতে আচরিত ধর্ম্ম কিরূপে পরিত্যাগ করিব বলত! কাজেই গোপীকুল-ধর্ম্ম সূর্য্যারাধন-বিধিই আমাদিগকে বলপূর্ব্বক এই গিরিরাজ-কন্দরে পুষ্পচয়নার্থ প্রেরণ করিতেছে—আমরা স্বেচ্ছায় কখনও এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তা হই নাই ॥ ১১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ—বৃন্দারণ্য-পুরন্দর-

মপি মাং ন গিরাপি কর্হিচিন্মনুষে।

সূর্য্যারাধন-গর্ব্ব

স্তদয়ং রাধে! ন তে ভবেৎ খর্ব্বঃ? ১২॥

গোবর্দ্ধন-গিরিধারণ-

কারণ মোজো ন মেঽধিকং মনুতে।

হে রাধে! বৃন্দারণ্য-পুরন্দরং বৃন্দাবনাধীশ্বরং অপি মাং কৃষ্ণং গিরাপি বাঙ্মাত্রেণাপি কর্হিচিৎ কুত্রচিৎ ন মনুষে গণয়সি। তৎ তস্মাৎ তে তব অয়ং সূর্য্যারাধন-জনিতো গর্ব্বঃ অহঙ্কারঃ কিং খর্ব্বঃ ন ভবেৎ? অপি তু ভবেদেব, যতো দর্পহারী শ্রীবিষ্ণুঃ কস্যাপি দর্পং ন সহতে॥ ১২॥

হে রাধে! সা প্রসিদ্ধা তব সবয়স্ততিঃ নর্ম্ম-সহচরী-সমূহঃ হি নিশ্চিতং তবৈক-কুচশৈলগর্ব্বেণ তব অদ্বিতীয় স্তনপর্ব্বত গর্ব্বেণ মে মম গোবর্দ্ধন-গিরিধারণ-কারণং বামহস্তেন গিরিরাজ-ধারণ-জনিতং ওজঃ বলম্ অপি

তখন শ্রীকৃষ্ণও মৃদু মধুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন—হে রাধে, আমি এই বৃন্দাবনের অধীশ্বর, কিন্তু তুমি অভিমানে মত্ত হইয়া আমাকে যৎসামান্য জ্ঞানে কখনও মুখের কথাতেও সম্মান কর না; আচ্ছা সূর্য্যদেবের আরাধনা জনিত এই দর্প কি খর্ব্ব হইবে না? অবশ্যই হইবে, কারণ দর্পহারী ভগবান্ কতক্ষণ এই দর্প সহ্য করিবেন? ১২॥

হে রাধে! তোমারি সখীগণ তোমার এই অদ্বিতীয় স্তনরূপ পর্ব্বতের গর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া আমার গিরিরাজ ধারণ-জনিত মহাবলকেও অতি তুচ্ছজ্ঞানে অবজ্ঞা করতঃ বলিয়া থাকে—"হে কৃষ্ণ! প্রত্যক্ষদেবতা শ্রীগিরিরাজ ব্রজবাসীগণের দুঃখনিবারণার্থ

তব সবয়স্ততি রপি সা
তবৈক ‡ কুচ-শৈল-গর্ব্বেণ ॥ ১৩ ॥

শ্রীরাধাহ— ন কিল কুচৌ মম শৈলৌ
পশ্যাম্বুজ-কোরকৌ নবোৎপন্নৌ।
ন তয়ো র্দলনং মরকত-
শিলানিভেনোরসাহস্ত তে যোগ্যম্ ॥ ১৪ ॥

অধিকং অতিশয়ং ন মন্যুতে গণয়তি। [তাভিরুক্তং—হে কৃষ্ণ! ত্বং সচেতনং দেবরূপিণং শৈলমেকং সপ্তাহকালমাত্রং ধৃতবান্; অস্মৎ-সখী তু অচেতনং অত্যুন্নতং গিরি-দ্বয়ং সাদরেণ সর্ব্বক্ষণমেব ধারয়তিতরাম্। অতঃ কিন্তে বাহুবলং বীরত্বং বেতি ভাবঃ]। ১৩॥

শ্রীরাধিকা নিজ-করেণ স্তন-দ্বয়ং দর্শয়ন্নাহ ন কিলেতি। হে বল্লভ! কিল নিশ্চিতং মম কুচৌ শৈলৌ পর্ব্বতৌ ন ভবিতুমর্হতঃ। পশ্য নবোৎপন্নৌ নবজাতৌ অম্বুজ-কোরকৌ পদ্মকোরকাবেব। অতঃ অদ্য সংপ্রতি তে

এক সপ্তাহকাল তোমার বামহাতের উপর অধিষ্ঠিত ছিলেন; যাহারা তত্ত্ব জানে না, তাহারাই তোমাকে 'গিরিধারী' বলে। আর তুমিও তাহাতেই গর্ব্বিত হইয়া থাক, ইহাতে তোমার শক্তির কি পরিচয় হইল? দেখ—আমাদের সখী শ্রীরাধা নিজশক্তি প্রভাবে অতি উন্নত অচেতন পর্ব্বতদ্বয়কে অনায়াসে সর্ব্বদাই ধারণ করিয়াও 'অবলা' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।" ১৩॥

তদনন্তর শ্রীরাধা অতিশয় উল্লাসভরে নিজ কর দ্বারা স্তন যুগল দর্শন করাইয়া বলিতেছেন—হে নাগর! দেখ দেখ, আমার এই নবজাত-পদ্ম-কলিকা সদৃশ স্তনযুগল কি কখনও পর্ব্বত

---

‡ তাবক।

কৌস্তুভ-মণি রতিতরলঃ

সরলমতিঃ পুনরহং কুল-প্রমদা।

তদলমনেন ধিনোতু

ত্বাং নিজ-সদৃশং ভৃশং হৃদিস্থ স্তে ॥ ১৫ ॥

তব মরকতশিলানিভেন ইন্দ্রনীলমণি-সদৃশেন উরসা বক্ষসা তয়োঃ পদ্ম-কোরকয়োঃ দলনং পীড়নং ন যোগ্যং উচিতম্। পদ্মকোরকাভ্যাং সহ পঙ্কজয়ো র্মিলনমেব সমুচিতং—নতু প্রস্তরস্যেতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

হে কলানিধে! অয়ং কৌস্তুভ-মণিঃ—তব কণ্ঠহার-নায়ক-মণিঃ অতি তরলঃ অতিশয় চঞ্চলঃ। অহং পুনঃ সরল-মতিঃ শুদ্ধস্বভাবা ইতি যাবৎ, কুলপ্রমদা কুলবালা তৎ তস্মাৎ অনেন মণিনা অলং মম নিষ্প্রয়োজনম্। তব হৃদিস্থঃ সন্নেব নিজ-সদৃশং মরকতনিভং ত্বাং ভৃশং অত্যর্থং ধিনোতু রঞ্জয়তু! এতেন শ্রীকৃষ্ণস্য চিরাভিলষিতং বৈপরীত্যমেব স্বীকৃতমিতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

হইতে পারে? সুতরাং ইন্দ্রনীলমণি সদৃশ তোমার কঠিন বক্ষঃস্থল দ্বারা ইহাদের পীড়ন করা কখনই সঙ্গত নহে ॥ ১৪ ॥

হে প্রাণ-বল্লভ! আমি অতি সরলমতি কুল-বালা, কিন্তু তোমার বক্ষঃস্থিত এই কৌস্তুভ-মণি অতিশয় চঞ্চল। সুতরাং ইহাদ্বারা আমার কোনই প্রয়োজন নাই। এ' তোমার হৃদয়ে থাকিয়া নিজ-সদৃশ অর্থাৎ মরকত-মণি সদৃশ তোমার বক্ষঃস্থলকেই শোভিত (পীড়িত) করুক। [এই শ্লোকদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চির-প্রার্থনীয় বিপরীত-বিলাসই অঙ্গীকৃত হইল।] ১৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ—সত্যময়ং ভয়-তরলঃ

কণ্ঠ-তটান্তং মম প্রিয়ে! শ্রয়তে।

দয়তে ন তব কুচ-দ্বয়

মধিকং সংমর্দ্দয়ত্যহো সত্বঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীরাধাহ—তব খর-নখর-বিদারণ-

সহনং কুচয়োরিয়ং বরা শক্তিঃ।

বিপরীত-বিলাস-রসাবেশেন প্রাণেশ্বর্য্যা পুনঃ পুনরালিঙ্গিতঃ শ্রীকৃষ্ণো গদ্‌গদুক্ত্যাহ—সত্যমিতি। হে প্রিয়ে! ত্বয়া সত্য মুক্তং, অয়ং কৌস্তুভঃ ভয়-তরলঃ তব কঠিন-স্তনযুগ-প্রপীড়নাশঙ্কয়া অতিশয়-চঞ্চলঃ সন্ মম কণ্ঠতটান্তং কণ্ঠপ্রদেশং শ্রয়তে আশ্রয়তে। কিন্তু তথাপি সত্বঃ তব কুচদ্বয়ং [শরণাগতমপি] অতিভীতমেনং কৌস্তুভং ন দয়তে। অহো! কষ্টং, অধিকং অত্যর্থং যথা স্যাত্তথা সংমর্দ্দয়তি সম্যক্ পীড়য়ত্যেব ॥ ১৬ ॥

অথ মৃদু স্মিতাধরেণাহ শ্রীরাধা—তবেতি। হে রসময়! মম কুচয়োঃ স্তনয়োঃ যৎ তব খর-নখর-বিদারণ-সহনং সুতীক্ষ্ণ-নখাঘাত-জনিত-দুঃখাদি

বিপরীত-বিলাস-রসাবেশে প্রাণেশ্বরী কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে প্রাণেশ্বরী! দেখ দেখ, সত্য সত্যই এই কৌস্তুভ-মণি তোমার স্তনযুগল হইতে ভীত হইয়া ত্রস্তসমস্তভাবে আমার কণ্ঠদেশকে আশ্রয় করিয়াছে। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়—তোমার কঠিন স্তনযুগল তথাপি ভীত ও পলায়িত ইহাকে দয়া করিতেছে না; বরং অত্যধিক পীড়াপ্রদানই করিতেছে ॥ ১৬ ॥

মৃদু মধুর হাসিয়া শ্রীরাধা বলিলেন—হে রসময়! সর্ব্বদা তোমার সুতীক্ষ্ণ নখাঘাত জনিত দুঃখ সহ্য করাই আমার

কিমত্র সম্ভবতি † স্ফুট

মনয়োঃ স্ববল-প্রকাশনাটোপঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ—মম খর-নখর-মহাঙ্কুশ-

ঘাতাদপি শতগুণং বলং লব্ধ্বা।

কোপাদিব কুচ-কুম্ভৌ

মামর্দ্দয়তো ভৃশং প্রিয়ে! পশ্য ॥ ১৮ ॥

সহনং ইয়মেব বরা শ্রেষ্ঠা শক্তিঃ। স্ফুটং স্পষ্টং যথা স্যাত্তথা অত্র কৌস্তুভে অনয়োঃ স্ববলপ্রকাশনাটোপঃ সংমর্দ্দন-রূপশক্তি-প্রকাশন-গর্ব্বঃ কিং সম্ভবতি? অপি তু নৈব। যতো মম স্তনয়োঃ পর-পীড়ন-সহন রূপৈব শক্তিঃ, নতু পর-পীড়ন-রূপেতি ॥ ১৭ ॥

হে প্রিয়ে! পশ্য পশ্য—তব কুচ-কুম্ভৌ করিকুম্ভাবিব উন্নতস্তনৌ মম খর-নখর-রূপাণাং মহাঙ্কুশানাং হস্তি-কুম্ভ-ভেদক-যন্ত্র বিশেষাণাং ঘাতাদপি ঘাতাদেব শতগুণং বলং উত্তেজনাং লব্ধ্বা [সাতিশয়ং উত্তেজিতৌ ভূত্বা] কোপাদিব মা মাং ভৃশং অত্যর্থং মর্দ্দয়তঃ সংপীড়য়তঃ। কুম্ভোপরি অঙ্কুশাঘাতাৎ হস্তী যথা উন্মত্তঃ সন্ বনং মর্দ্দয়তি, তথেতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

স্তনযুগলের প্রধান শক্তি; সুতরাং এই কৌস্তুভ-মণিতে ইহাদের নিজ বল প্রকাশন রূপ গর্ব্ব কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? অর্থাৎ চিরকালই আমার স্তনযুগল তোমার পীড়নই সহ্য করিয়া আসিতেছে, কখনও ত কাহাকেও পীড়ন করে নাই !! ১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ—হে প্রাণেশ্বরি! দেখত—মত্ত করি-কুম্ভবিজয়ী অতিশয় উন্নত তোমার এই কুচ-কুম্ভদ্বয় আমার অতিতীক্ষ্ণ নখাঙ্কুশাঘাতে শতগুণ বললাভ করিয়া অর্থাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া রোষ বশতঃই যেন আমাকে পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন করিতেছে ॥১৮॥

† কথমথ সম্ভবতু

শ্রীরাধাহ—কুচ-পদ্ম-কুট্মল-যুগং
মর্দ্দয়তি ত্বাং নিজাতিদৌরাত্ম্যাৎ।
বৃন্দাবন-বর-সিন্ধুর!
ননু দয়সে ত্বং (তে) নিসর্গ-কারুণ্যাৎ ॥ ১৯ ॥
শ্রীকৃষ্ণ আহ—তন্বাতে মুদমুচ্চৈ
স্তাবক-কুচ-(কঞ্জ) কোরকৌ যদিমৌ।

অথ শ্রীরাধিকা মুখনয়ন-ভঙ্গ্যা ব্যঙ্গোক্তিং নাটয়ন্তী আহ—কুচেতি। হে বৃন্দাবন-বর-সিন্ধুর! হে বৃন্দাবন-বর-মত্ত-মাতঙ্গ! কুচ-পদ্ম কুট্মলযুগং মম স্তনরূপ কমলকোরকৌ নিজাতিদৌরাত্ম্যাৎ নিজ-কাঠিন্য-দোষাৎ ত্বাং মর্দ্দয়তি ভৃশং নিপীড়য়তি। ননু ভোঃ ত্বং তু নিসর্গ-কারুণ্যাৎ স্বভাব-সৌকুমার্য্যাদিতি যাবৎ, দয়সে। কারুণ্য-স্বভাবাৎ কর-স্পর্শমপি ন করোষি॥ ১৯ ॥

হে প্রিয়ে রাধে! যৎ যস্মাৎ ইমৌ দৃশ্যমানৌ তাবক-কুচকোরকৌ তব উন্নত-স্তন-কুট্মল যুগলং উচ্চৈঃ মুদং স্বভাবতঃ এব আনন্দাতিশয়ং

শ্রীরাধা—মুখনয়নাদির ভঙ্গীদ্বারা ব্যঙ্গোক্তি পূর্ব্বক বলিতেছেন—হে বৃন্দাবন-বর-মত্তমাতঙ্গ! পদ্ম-কোরক সদৃশ আমার স্তনদ্বয় নিজ স্বভাব-কাঠিন্য বশতঃ তোমাকে অত্যন্ত পীড়ন করিতেছে—এ' কথা সত্য! কিন্তু তোমার এমনই কোমল স্বভাব যে তুমি নিজ করুণা বশতঃ উহাদিগকে অনবরত ক্ষমাই করিতেছ। এমন কি, পাছে আঘাত লাগে, এই ভয়েই করদ্বারা একবার স্পর্শ পর্য্যন্তও করিতেছ না!! ১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ—হে প্রিয়ে! কুমুদ-কলিকা সদৃশ তোমার এই স্তনযুগল স্বভাবতঃই আমার অতিশয় আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে।

নখ-চন্দ্রোদয়মধি কিং
স্বযোগ্যমতুলং ন শোভেতে প্রিয়ে !! ২০ ॥

শ্রীরাধাহ—নখরাণামতিখরতা
রতায় তে তাবকেন**কিল বিধিনা।
ব্রজ-বনিতানামরুচ্য-
রুষেব নিরমায়ি কিং নূনম্ ‡ ॥ ২১ ॥

তন্বাতে বিস্তারয়তঃ মমেতি শেষঃ। তৌ কিং স্বযোগ্যং নিজাভিলষিতমিতি যাবৎ, অতুলং অতুলনীয়ং নখচন্দ্রোদয়ং মম নখ-চন্দ্রাঙ্কং লব্ধ্বেতি যাবৎ, অধি অধিকং ন শোভেতে ? কুমুদ-কোরকোপরি অগণিত-চন্দ্রোদয়াৎ অতিমনোহরত্বমেব জায়তেতরামিতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

হে ব্রজনব-নাগরবর! ব্রজবনিতানাং ব্রজগোপীনাং রতায় রমণার্থং অরুচ্য রুষা অসহনীয়-ক্রোধেন ইব তাবকেন বিধিনা তব বিধান কর্ত্রা কিল তে তব নখরাণাং খরতা অতিশয়-তীক্ষ্ণত্বং নূনং নিশ্চিতং নিরমায়ি কিং ? শিরীষ-কুসুমবৎ কোমলাঙ্গস্য তব কর-নখরেষু কাঠিন্যার্পণং ব্রজ-বনিতাসু বিধাতু র্মৎসরত্বমেব ধ্বনিতম্ ॥ ২১ ॥

বল দেখি—তাহার উপর নিজের চিরাভিলষিত অতুলনীয় বহু বহু চন্দ্র-কলার উদয়ে আরও শোভাবিশেষ ধারণ করে নাই কি ? ২০ ॥

শ্রীরাধা—হে রসিকনাগর ! ব্রজগোপীগণ তোমাতে বিশেষ অনুরক্তা, এবং তুমিও তাহাদের সহিত বিলাস-রসে নিমগ্ন - এই নিমিত্ত সাতিশয় রোষ বশতঃই বোধ হয়, তোমার নির্ম্মাণকারী বিধাতা কর্ত্তৃক তোমার কর-নখরের এত তীক্ষ্ণতা নির্ম্মিত হইয়াছে ; তাহা না হইলে শিরীষ কুসুমকোমলাঙ্গ তোমার নখর-শ্রেণী এত তীক্ষ্ণ হইবে কেন ? ২১ ॥

** স্তাবকেন। ‡ কিং নু ত্বা

শ্রীকৃষ্ণ আহ—কুসুমাদপি মৃদুলাঙ্গ্যাঃ

কুচয়ো রেবাস্তি হন্ত! কাঠিন্যম্।

ইতি তন্নিষ্কাশয়িতুং

ক্ষুণত্তি নখরাবলী চতুরা॥ ২২॥

শ্রীরাধাহ—হন্ত! কৃতং বত কিমিদং

সুরত-রসোন্মদ! কুলস্ত্রিয়াঃ কদনম্।

হে প্রিয়ে! হন্ত! খেদে, কুসুমাদপি শিরীষপুষ্পাদপি মৃদুলাঙ্গ্যাঃ কোমলাঙ্গ্যাঃ তব কুচয়োরেব কাঠিন্যং কঠিনতা অস্তি ইতি হেতোঃ তৎ কাঠিন্যং নিষ্কাশয়িতুং বহিষ্কর্ত্তুং 'পরোপকারিণো' মম চতুরা সাতিশয়বিদগ্ধা নখরাবলী নখশ্রেণী ক্ষুণত্তি তব স্তন-যুগলং খনতি। অতঃ এতৎ খননমপি সুখায় এব, নতু দুঃখকরমিতি ভাবঃ॥ ২২॥

হন্ত বিস্ময়ে বত খেদে, হে সুরত-রসোন্মদ! রতিরসেন হিতাহিত-বিবেক-রহিত! কুলস্ত্রিয়াঃ পতিব্রতায়াঃ মে মম কিমিদং কদনং কদর্থনং

শ্রীকৃষ্ণ—হে প্রাণেশ্বরি! শিরীষ কুসুম হইতেও কোমলাঙ্গী তোমার এই স্তনযুগলের কঠিনতা দূর করিবার জন্যই পরদুঃখকাতর যে আমি সেই আমার অতি নিপুণ খননাস্ত্র বিশেষরূপ এই নখ-শ্রেণী বিরাজ করিতেছে। কি দুঃখের বিষয়! আমি তোমাদের হিত করিতে চেষ্টা করি, আর তোমরা কিনা তাহাই অহিত মনে কর!! ২২॥

শ্রীরাধা—কি আশ্চর্য্য! হে বিলাস-মদ-মত্ত-মাতঙ্গ! হায়, হায়!! তোমার কি হিতাহিত জ্ঞান একেবারেই লোপ হইয়াছে? সতীকুল-চূড়ামণি আমার কি কদর্থনাই করিয়াছ—দেখ দেখি!!

হারা স্ত্রুটিতাঃ * কাঞ্চী
গলিতা স্খলিতা তথৈব মে বেণী ॥ ২৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ—হারা বলতুরুভারাঃ
কৃশমপি মধ্যঞ্চ নহ্যতে কাঞ্চী।

কৃতং ত্বয়েতি শেষঃ। হারাঃ ত্রুটিতাঃ ছিন্নাঃ, কাঞ্চী মেখলা গলিতা মুক্তা, বেণী স্খলিতা বিস্রস্তীকৃতা। অত স্ত্বং পরপীড়ক এব, নতু হিতকারী ॥ ২৩ ॥

হে কমলিনি! এতে হারাঃ 'তব কণ্ঠস্থাঃ' ভূষণভূতাঃ বলতুরুভারাঃ বহুভারযুক্তাঃ, অতিশয় কঠিনাশ্চ। 'ইয়ং' কাঞ্চী মেখলা কৃশমপি মধ্যং অতি ক্ষীণমপি তব কটিদেশং নহ্যতে বধ্নাতি। 'এষা' বেণী চিকুর-কদর্থনভূতা সুস্নিগ্ধ কেশপাশান্ অতি নির্দ্দয়রূপেণ কদর্থয়তি ইতি ভাবঃ।

মহামূল্য হারসকল ছিন্নভিন্ন করিয়া কোথায় ফেলিয়াছ? কটির ভূষণ মেখলা খুলিয়া দিয়াছ। সখীদিগের কত যত্নের নানাবিধ-কুসুম-শোভিতা বেণীটিকে একেবারে স্রস্ত-বিস্রস্ত করিয়াছ। বল দেখি—এই কি তোমার পরোপকার ব্রত? ২৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ—হে প্রিয়ে! তোমার বক্ষঃস্থলস্থিত এই হার-শ্রেণী অতিশয় কঠিন এবং গুরুভারযুক্ত। আবার তোমার নিতম্ব এবং স্তনযুগলের অত্যাচারে [প্রপীড়িত] অতি ক্ষীণ কটিতটকেও এই কাঞ্চী দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়াছে। আরও দেখ—অতি সুস্নিগ্ধ কুঞ্চিত কেশ-কলাপকে এই বেণী কিরূপ নির্দ্দয়তার সহিত উৎপীড়ন করিতেছে! বল দেখি প্রিয়ে! আমার প্রাণ-

---

* স্ফুটিতাঃ।

চিকুর-কদর্থনভূতা
বেণী তদিমা রক্ষিতুং ন যোগ্যাঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীরাধাহ—ঊঢ়ো যেন গিরীন্দ্র
স্তমপি ন বহতো মমোরসো ভারঃ।
হারৈ ভূর্ষণভূতৈ
রভূদিয়ং স্নেহমুদ্রা কিম্? ॥ ২৫ ॥

'অতঃ' ইমাঃ 'ব্রজকুলবতীনাং পীড়কাঃ' রক্ষিতুং ন যোগ্যাঃ। মম প্রাণপ্রিয়াণাং ব্রজবালানাং দুঃখদূরীকরণমেব মম ব্রতম্. ॥ ২৪ ॥

হে পর-দুঃখাপহারিন্! 'যেন বৃন্দাবন-বিহারিণা' গিরীন্দ্রঃ গোবর্দ্ধন গিরিরাজঃ ঊঢ়ঃ অনায়াসেন ধৃতঃ, তমপি বহতঃ ধারয়তঃ মম উরসঃ ভারঃ 'কষ্টপ্রদঃ' নাভূৎ। [কিং বদিষ্যামি!] ভূষণভূতৈঃ আভরণ-স্বরূপৈঃ এতৈঃ হারৈরেব তস্য বক্ষসো গুরুভারঃ ভবতি। [অত স্তে দূরী-কৃতা ত্বয়েতি শেষঃ।] অহো! তব ইয়ং স্নেহ-মুদ্রা প্রীতি-চিহ্নমভূৎ কিম্ ॥ ২৫ ॥

কোটি-সর্ব্বস্ব প্রেয়সীগণের পীড়াদায়ী বস্তু কি আমি দূর না করিয়া থাকিতে পারি? তাই উহাদিগকে দূর করিয়াছি ॥ ২৪ ॥

শ্রীরাধা—হে রসিক-প্রবর! কি আর বলিব? তোমার কথা শুনিয়া হাসি পায়। যে ব্যক্তি অত্যুন্নত গোবর্দ্ধন-গিরিরাজকে অনায়াসে বামকরে বহন করিয়াছিল—তাহাকেও বহন করিয়া আমার যে বক্ষঃস্থল কিঞ্চিন্মাত্রও কষ্ট বোধ করে না, কিন্তু আভরণস্বরূপ কয়েকগাছি মণিময় হারের ভারে তাহারই অতিশয় কষ্ট দেখিয়া অসহ্যবোধে তুমি তাহা দূর করিয়াছ !!! আহা মরি! কি অপূর্ব্ব স্নেহের চিহ্ন গো !! ২৫ ॥

[অপি চ] কুচ গিরি-বহন-পটুত্বং
কৃশমপি মধ্যং যতো বলাদ্ধত্তে।
মণিময়-কাঞ্চীবন্ধা—
দেব তমৃতে দৃঢ়তাঽস্য কেন স্যাৎ ॥ ২৬ ॥

[অপি চ পশ্য] উৎকর্ষণাবকর্ষণ—
পর্য্যায়োদিত-পরস্পরাসক্ত্যা।

[অপি চ] হে নটেন্দ্র! অতি কৃশমপি ক্ষীণমপি মধ্যং মম কটিপ্রদেশঃ যতঃ যস্মাৎ মণিময়-কাঞ্চীবন্ধাৎ মণিখচিত-মেখলাবন্ধনাৎ বলাদেব কুচ-গিরিবহন-পটুত্বং স্তনরূপ-পর্ব্বত-যুগল-বহন-সামর্থ্যং ধত্তে। তং বন্ধনং ঋতে বিনা অস্য কটিপ্রদেশস্য দৃঢ়তা কেন স্যাৎ কথং ভবেৎ? ২৬॥

[অপি চ পশ্য] হে রস-শেখর! চিকুরাণাং মম কেশ-কলাপানাং উৎকর্ষণাবকর্ষণ-পর্য্যায়েণ সংস্কার সময়ে যৎ উৎকর্ষণং অবকর্ষণঞ্চ তয়োঃ ক্রমেণ উদিতা জাতা যা পরস্পরাণাম্ আসক্তিঃ সম্মিলন-বিশেষঃ

আরও বলি, হে নটবর-শিরোমণি! আমার কটিতট অতি ক্ষীণ হইয়াও যে মণিময় কাঞ্চী বন্ধনের ফলে বলশালী হইয়া অত্যুন্নত এই স্তনরূপ পর্ব্বতযুগল বহন করিবার শক্তি পাইয়াছিল, তুমি সেই বন্ধন শিথিল করিয়া দিলে, এখন বল দেখি বন্ধন ভিন্ন ইহার দৃঢ়তা হইবে কিরূপে? ২৬॥

আর এক কথা—হে রসিক-শেখর! প্রিয় সখীগণ-কর্ত্তৃক আমার কেশ-সংস্কার সময়ে উহাদের উৎকর্ষণ ও অবকর্ষণ ক্রমে জাত যে পরস্পর আসক্তি (মিলন), সেই আসক্তিদ্বারা উৎপন্না এই বেণী উহাদের প্রীতি-চিহ্ন-স্বরূপাই। সুতরাং উহাকে

প্রীতিরিয়ং কিল বেণী
চিকুরাণাং ন চ কদর্থনং বাচ্যম্॥ ২৭॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ - সত্যমহং গিরিধারী
কর-নলিনাভ্যাং গিরিদ্বয়ং ধাস্যে।
মধ্যস্যাত্র পটুত্বৈ
রলং বলং কিল মমৈবাস্তাম্॥ ২৮॥

ত্বয়া কিল 'উৎপন্না' ইয়ং বেণী-চিকুরাণাং প্রীতিরেব, নতু তেষাং কদর্থনং বিড়ম্বনং বাচ্যম্। যতঃ বেণী-মোক্ষণাৎ কেশানাং মলিনত্বমেব জায়তে॥ ২৭॥

হে মঞ্জুভাষিণি! 'ত্বয়া' সত্যমুক্তং—গিরিধারী অহমেব। অতঃ কর-নলিনাভ্যাং হস্ত-কমলাভ্যাং 'ইদং' গিরিদ্বয়ং তব স্তন-পর্ব্বত-দ্বয়মপি অহমেব ধাস্যে ধারয়িষ্যামি। অত্র গিরিধারণ-বিষয়ে বলং পৌরুষং কিল নিশ্চিতং মমৈব আস্তাম্। তব মধ্যস্য কটিদেশস্য পটুত্বৈঃ দৃঢ়তাভিঃ অলং নিষ্প্রয়োজনম্ ইতি জ্ঞাত্বৈব কটি-বন্ধনং ময়া দূরীকৃতম্॥ ২৮॥

কেশ-কলাপের বন্ধন বা বিড়ম্বনা মনে করিয়া মুক্ত করাতে তোমার প্রীতি-ভঙ্গ দোষ হইয়াছে; দেখনা কেন—বেণীর বিচ্ছেদে আমার কেশগুলি কেমন মলিন হইয়াছে? ২৭॥

শ্রীকৃষ্ণ—হে মধুর-ভাষিণি রাধে! তুমি সত্যই বলিয়াছ—জগতে গিরিধারী বলিয়া খ্যাতি একা আমারই, সুতরাং তোমার এই কুচ-গিরিদ্বয়কেও এই কর কমলদ্বয় দ্বারা আমিই ধারণ করিব। তোমার ক্ষীণ কটির বৃথা বন্ধন যাতনা ভোগ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই; তাই আমি তোমার নীবী-বন্ধন শিথিল করিয়াছি॥ ২৮॥

[অপি চ] চিকুরাণামপি বেণ্যাঃ

পরস্পরাসক্তিঃ সূচিতা।

প্রীত্যা** কিং ফলমিহ যদি

[তাবকং] পরিচরণং তে ন কুর্ব্বন্তি ॥ ২৯ ॥

[অপি চ পশ্য] বেণীবন্ধ-বিমুক্ত

শ্চিকুর-কলাপোঽত্র বেল্লিতো মরুতা।

হে প্রিয়ে রাধে! প্রীত্যা অতিশয়-প্রণয়েন চিকুরাণাং তব কেশ-কলাপানাং বেণ্যাঃ অপি পরস্পরাসক্তিঃ 'ত্বয়া' সূচিতা দর্শিতা। কিন্তু হে বল্লভে! তে বেণীচিকুরাঃ 'মিলিত্বা' যদি তাবকং পরিচরণং তব শ্রী-অঙ্গাদি-সেবাং ন কুর্ব্বন্তি—তদা ইহ মিলনে কিং ফলম্? অপি তু ব্যর্থমেব। অতো ময়া দূরীকৃতম্ ॥ ২৯ ॥

হে প্রাণ-প্রিয়তমে! অহো!! আশ্চর্য্যং পশ্য, বেণী-বন্ধবিমুক্তঃ বেণী-বন্ধনাৎ উন্মুক্তঃ তে তব চিকুর-কলাপঃ কুঞ্চিত-কেশপাশ মরুতা

হে রাধে! কেশ-কলাপও বেণীর প্রণয়বশতঃ পরস্পর আসক্তির কথা তুমি ত বলিতেছ; কিন্তু হে প্যারি! উহার মিলিত হইয়া যদি তোমার শ্রীঅঙ্গসেবাই না করিল, তবে উহাদের প্রীতি বা মিলনের কি ফল? তাই আমি বেণী-বন্ধন দূর করিয়াছি ॥ ২৯ ॥

হে প্রাণেশ্বরি! দেখ দেখ, কি আশ্চর্য্য!! বেণী-বন্ধন হইতে বিমুক্ত তোমার এই কেশ-পাশ এই সময় [বিপরীত বিলাসে] মন্দ পবনাঘাতে আন্দোলিত হইতেছে; অতএব ইহা চামর সদৃশ

**পরস্পরাসক্তি-সূচিতপ্রীত্যা।

স্বিন্নাঙ্গীং বীজয়ত্যহো ভবতীম্ ॥ ৩০ ॥

রাধাহ—আবিষ্কৃত-পুরু-শিল্পং

সখ্যা মে বহু বিলম্বতো রচিতম্।

চিত্রকমলিকতটে তৎ

ক্ষণেন বিধ্বংসিতং ভবতা ॥ ৩১ ॥

বায়ুনা [বৈপরীত্য-জনিতেনেতি যাবৎ] বেল্লিতঃ আন্দোলিতঃ 'অতঃ' চামরতাং উপযাতঃ প্রাপ্তঃ সন্ স্বিন্নাঙ্গীং ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরাং ভবতীং বীজয়তি ॥ ৩০ ॥

হে প্রাণ-বল্লভ! যে মম সখ্যা 'সুচিত্রয়া' আবিষ্কৃত-পুরুশিল্পং নবাবিষ্কৃত-বহু-কারুকার্য্য-পূর্ণং 'অতঃ' বহুবিলম্বতঃ বহু ক্ষণেন মম অলিকতটে ললাট-ফলকে যৎ চিত্রকং তিলকং রচিতম্—তত্তু ভবতা রতিরসোন্মত্তেনেতি যাবৎ, ক্ষণেনৈব অত্যল্প-কালেনৈব বিধ্বংসিতম্ নির্ম্মূলীকৃতম্ ইতি তু তব অন্যায্যং, মম লজ্জা-প্রদঞ্চ ॥ ৩১ ॥

হইয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবরা তোমাকে বীজন করিতেছে। বল দেখি প্রিয়ে! আমি যদি ইহাদিগকে বেণী-বন্ধন হইতে মুক্ত না করিতাম, তবে ইহাদের এই সেবা-সৌভাগ্য কিরূপে ঘটিত? ৩০॥

শ্রীরাধা—হে প্রাণ-বল্লভ! আমার প্রিয় সখী চিত্রা কর্ত্তৃক নূতনভাবে আবিষ্কৃত বহু বহু কারুকার্য্য পরিপূর্ণ এবং বহু সময়-সাধ্য নানাপ্রকার চিত্র (তিলক) আমার ললাটপটে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু তুমি উহার মর্য্যাদা না বুঝিয়া রতিরসোন্মত্ততা-বশতঃ ক্ষণকালমধ্যেই উহাকে নষ্ট করিয়াছ। বল দেখি—সখী সমাজে আমি কিরূপে মুখ দেখাইব? ৩১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ— স্মিতমুখি ! রুচার্দ্ধবিধুনা

সুচারুভালেন মে মিলন্ত্যেষা।

ত্বদলিক-বিধুরেখাঽস্মৈ

প্রেম্নাঽর্পয়তি স্ম সর্ব্বস্বম্ ॥ ৩২ ॥

শ্রীরাধাহ— গণ্ডতটে মম মকরী

শ্যামা সরলাতিচিত্রিতাপ্যবলাম্ † ।

হে স্মিতমুখি ! সুহাসিনি ! রুচা কান্ত্যা অর্দ্ধবিধুনা অর্দ্ধচন্দ্র-সদৃশেন মে মম সুচারুভালেন সুন্দর-ললাট-পটেন সহ মিলন্তী এষা ত্বদলিক-বিধুরেখা তব ললাটস্থা চিত্র-চন্দ্ররেখা প্রেম্না প্রীত্যা অস্মৈ মম ললাটরূপার্দ্ধচন্দ্রায় নিজ সর্ব্বস্বং অর্পয়তিস্ম স্বেচ্ছয়া আত্মানং সমর্পয়তিস্ম ইত্যর্থঃ। অত্র মম কো দোষঃ ॥ ৩২ ॥

হে কপট-কলাগুরো ! মম গণ্ডতটে গণ্ডস্থলে অতি চিত্রিতা পরম-সুন্দরী সরলা বিশুদ্ধা শ্যামা কস্তূরী-নির্ম্মিতা মকরী বর্ত্ততে ইতি শেষঃ।

শ্রীকৃষ্ণ—হে সুহাসিনি ! অর্দ্ধচন্দ্র-বিনিন্দিত আমার এই সুন্দর ললাট-পটের সহিত মিলিত তোমার এই ললাটস্থ চিত্র চন্দ্র-রেখা—প্রণয়বশতঃ স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই আমার ললাটরূপ অর্দ্ধ-চন্দ্রকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। কেন আমাকে মিথ্যা দোষারোপ করিতেছ ? ৩২ ॥

শ্রীরাধা—হে কপট-চূড়ামণি ! আমার গণ্ড-স্থলে অতি বিচিত্র সরলপ্রকৃতি শ্যামবর্ণা অর্থাৎ কস্তূরী-নির্ম্মিতা মকরী শোভা পাইতেছে। কি আশ্চর্য্য ! ইহাকে অবলা জানিয়াও অতি ধূর্ত্ত,

† চিত্রিতাপ্যচলা।

মকরদ্বয়-তাটঙ্ক-

শ্চপলো ধৃষ্টঃ কদর্থয়ত্যেনাম্ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ— রমণি! মম শ্রুতি-যুগলং

ত্বদুদিত-সৌধদ্রবৈঃ প্লুতং তদপি ‡।

দ্বিগুণিত-তৃষ্ণং জাতং

লোলুপতায়াঃ স্বরূপমেবৈতৎ ॥ ৩৪ ॥

অবলামপি এনাং ধৃষ্টঃ অতিধূর্ত্তঃ চপলঃ চঞ্চলঃ মকরদ্বয়-তাটঙ্কঃ মকরাকৃতি-কর্ণভূষণঃ, তব মকর-কুণ্ডলযুগম্ ইতি যাবৎ, কদর্থয়তি। অবলামপি পুনঃ পুনঃ পীড়য়তীতি জ্ঞাত্বাঽপি কথমেনং ন নিবারয়সি ॥ ৩৩ ॥

হে রমণি! বিলাসিনি রাধে! মম শ্রুতিযুগলং শ্রবণদ্বয়ং ত্বদুদিত সৌধ-দ্রবৈঃ তব মুখচন্দ্রাদুত্থিত-বাক্যামৃতরসৈঃ প্লুতং আপ্লুতং, তদপি তথাপি দ্বিগুণিততৃষ্ণং অতিশয়-তৃষ্ণাযুক্তং জাতম্। অহো! আশ্চর্য্যম্ লোলুপতায়াঃ অতিশয়লোভ-পরবশতায়াঃ স্বরূপম্ এব এতৎ স্বভাব-এবায়ম্ ॥ ৩৪ ॥

চঞ্চল তোমার শ্রুতি-যুগস্থ মকর-কুণ্ডল অত্যন্ত কদর্থনা করিতেছে। অবলার উপর এত অত্যাচার দেখিয়াও তুমি কেন প্রতিকার করিতেছ না? ৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ—হে বিলাসিনি রাধে! আমার কর্ণদ্বয় সুধা-বিনিন্দিত তোমার কথামৃত-রসে নিরন্তর আপ্লুত হইয়াও পরিতৃপ্ত হইতেছে না, পরন্তু সাতিশয় তৃষ্ণাকুলই হইতেছে। প্রিয়ে! লোলুপতার স্বভাবই এই প্রকার ॥ ৩৪ ॥

---

‡ তথাপি।

শ্রীরাধাহ—　　লোলুপ-চূড়ামণি রসি
　　　　তবাঙ্গ-বৃন্দঞ্চ লোলুপং যদয়ং।
　　মন্নয়নাক্ত-মসীম-
　　　　প্যধরো রাগী স্বমণ্ডনং কুরুতে ॥ ৩৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ—　　বন্ধূকান্তর-বর্ত্তিন
　　　　মলিনমিবায়ং মসীদ্রবং ধৃত্বা।

হে বিদগ্ধ নাগর! 'ত্বং' লোলুপানাং অতিশয়লোভযুক্তানাং চূড়ামণিঃ শিখামণিঃ অসি। 'অতঃ ত্বৎসঙ্গপ্রভাবাৎ' তব অঙ্গবৃন্দঞ্চ আনখশিখান্তং সর্ব্বশরীরম্ অপি লোলুপং ভবতি। যৎ যস্মাৎ অয়ং রাগী অতি সুরঞ্জিতঃ তব অধরঃ মন্নয়নাক্ত-মসীমপি মম নয়ন-সংযুক্তং কজ্জলমপি স্ব-মণ্ডনং নিজভূষণং কুরুতে। লোভি-কামিনাং বস্তুদর্শনমাত্রেণৈব তদ্গ্রহণেচ্ছা জায়তেতরাম্—নতু সদসদ্বিচার বুদ্ধিঃ ॥ ৩৫ ॥

হে প্রিয়ে! অয়ং মম অধরঃ মসীদ্রবং তব নয়নস্থ-কজ্জলবিন্দুং ধৃত্বা বন্ধূকান্তর-বর্ত্তিনং 'বাঁধুলীতি'খ্যাত পুষ্পবিশেষোপরিস্থিতং অলিনং ভ্রমরং

শ্রীরাধা—হে বিদগ্ধ-মুকুটমণি নাগর! তুমি যেমন লোভী কামীগণের শিরোমণি, তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিও তোমার সঙ্গ-প্রভাবে ঠিক তেমনই হইয়াছে! কারণ, তোমার ঐ সুরঙ্গ অধর-পল্লব লোভ বশতঃ আমার নয়নের কজ্জলটুকু পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া নিজের ভূষণ করিয়াছে!! ৩৫ ॥

• • •

শ্রীকৃষ্ণ—হে প্রাণেশ্বরি! আমার এই অধর-পল্লব তোমার নয়নের কজ্জল-বিন্দু ধারণ করিয়া ঠিক 'বাঁধুলি' পুষ্প মধ্যস্থিত ভ্রমরের ন্যায় তোমার নয়ন-যুগলের আনন্দ-বর্দ্ধনই করিতেছে।

অক্ষোরেব মুদং তে

তনুতে তদিমং** কিমাক্ষিপসি ? ৩৬ ॥

শ্রীরাধাহ— বন্দে তব পরিহসিতং

কং দেবং পরিচরস্যহো নিভৃতম্ ।

যৎ প্রসাদাদধীতা *

সৌরত-বিদ্যাতি-চাতুরী-ধারা ॥ ৩৭ ॥

ইব তে তব অক্ষোঃ চক্ষুষোঃ মুদং আনন্দম্ এব তনুতে বিস্তারয়তি, তৎ তস্মাৎ কিং কথং ইমং অধরং আক্ষিপসি ? তিরস্করোষি ॥ ৩৬ ॥

হে নাগরেন্দ্র ! তব পরিহসিতং বিলাস-কলাচাতুর্য্য-পূরিত পরিহাসং বন্দে প্রণমামি। হে রসিক-প্রবর ! ত্বং নিভৃতং অতি রহস্যং যথা স্যাত্তথা কং দেবং পরিচরসি আরাধয়সি ? অহো ! আশ্চর্য্যং যৎ প্রসাদাৎ যস্যানুগ্রহাৎ সৌরত-বিদ্যায়াঃ রতিশাস্ত্রস্য যা চাতুরী অতিবিদগ্ধতা তস্যাঃ ধারা প্রণালিকা ত্বয়া অধীতা পঠিতা ? অত্যল্পপরিচর্য্যয়ৈব সুপ্রসন্নং কমাশুতোষং আরাধয়সি—তত্ত্ জ্ঞাতুমিচ্ছামি ॥ ৩৭ ॥

তুমি তাহাকে তিরস্কার করিতেছ কেন, বল দেখি। তোমারই আনন্দের জন্য সে কালিমা ধারণ করিল, তুমি কিনা তাহাকে পুরস্কারের পরিবর্ত্তে তিরস্কারই করিতেছ ? ৩৬ ॥

শ্রীরাধা—হে রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি ! তোমার পরিহাস-চাতুরীকে প্রণাম করি। আচ্ছা, বল দেখি—তুমি অতি নিভৃতভাবে কোন্ গূঢ় ক্রীড়নশীল দেবতাকে আরাধনা করিয়া থাক ?—যাহার প্রসাদে সুরত-বিদ্যাবিষয়ক এত চাতুর্য্যের, এত বিদগ্ধতার ধারা তুমি অধিগত করিয়াছ ? ৩৭ ॥

** তদেনং। * যস্য প্রসাদাদ্বিদিতা।

শ্রীকৃষ্ণ আহ— তব জঘনোত্তম-সদনং

সরসং দেবং সমুপচরাম্যতুলম্‌।

নিভৃত-নিকুঞ্জ-গৃহস্থঃ

প্রতিদিন মুচিতাধিকার এবাহম্‌ ॥ ৩৮ ॥

হে মুগ্ধে! অতুলনীয়গুণ-গরিমশালিনং নিজাঙ্গ-পীঠ দেবতামপি ন জানাসি কিং? শ্রূয়তাম্‌। 'অতিনিবিষ্টচিত্তোঽহং প্রতিদিনং নিভৃত-নিকুঞ্জ-গৃহস্থঃ সন্‌ তব জঘনমেব উত্তমং অত্যুৎকৃষ্টং সদনং আশ্রয়স্থলং যস্য এবম্ভূতং অতুলং অতুলনীয়ং, অবাঙ্‌-মনসগোচরনামরূপাদিকমিতি যাবৎ, সরসং অতিরসময়ং দেবং মূর্ত্তিমচ্ছৃঙ্গারম্‌ সমুপচরামি সম্যক্‌রূপেণ আরাধয়ামি। অত স্তস্যানুগ্রহেণৈবাহং উচিতাধিকারঃ প্রাপ্তবিত্তঃ, এতাদৃশাভিজ্ঞঃ অস্মি ॥ ৩৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ—হে প্রিয়ে! কস্তূরী-মৃগের ন্যায় অতুলনীয় রূপ-গুণ-মহিমাশালিনী নিজের অঙ্গ-পীঠ-দেবতার কথাও কি তুমি অবগত নহ? কি আশ্চর্য্য!! তবে শুন—আমি প্রতিদিন অতি নিবিষ্ট-চিত্তে নিভৃত নিকুঞ্জে বসিয়া তোমার জঘনরূপ উত্তম পীঠ-স্থানের অধিষ্ঠাত্রী, অতুলনীয় রূপগুণ-শালিনী রসময়ী দেবতাকে আরাধনা করিয়া থাকি। সেই দেবতার অনুগ্রহেই আমি রতিশাস্ত্র বিষয়ে বিশেষ বিদগ্ধতা লাভ করিয়া উপযুক্ত অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৩৮ ॥

শ্রীরাধাহ— সত্যমতঃ স্বারূপ্যং
লব্ধ্বা দৃপ্তঃ কুলাবলা-নলিনীঃ।
মলিনীঃ কুরুষে কা তব
নয়নে পতিতা স্বকং পতিং ভজতাম্ ? ৩৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ— সখি ! তব নিরাবৃতান্যতি
রুচিরাণ্যঙ্গান্যতীব সঙ্কুচন্তি।

হে বনদেব ! ত্বয়া সত্যমুক্তং, অতঃ নৈষ্ঠিকভাবেন কঠোরতপঃ প্রভাবাৎ সারূপ্যং আরাধিত-দেবতায়াঃ সমানরূপতাং লব্ধ্বা প্রাপ্য দৃপ্তঃ অতিগর্ব্বিতঃ সন্ কুলাবলা-নলিনীঃ ব্রজগোপীরূপাঃ পদ্মিনীঃ মলিনীঃ পাতিব্রত্যাদ্বিচ্যুতাঃ কুরুষে। হে চতুর-শিরোমণে ! 'বদ' তব নয়নে নয়ন-কটাক্ষে পতিতা সতী কা রমণী স্বকং স্বকীয়ং পতিং ভজতাং, ন কাপীতি ধ্বনিতম্ ॥ ৩৯ ॥

হে সখি রাধে ! নিরাবৃতানি উন্মুক্তানি অতিরুচিরাণি সুমনোহরাণি মন্দাক্ষ-মগ্নানি লজ্জা-'সাগর'-নিমজ্জিতানি তব অঙ্গানি অতি অত্যধিকং

শ্রীরাধা—হে কুঞ্জেচরী দেবতা ! তুমি সত্য বলিয়াছ গো ! কঠোর তপস্যার প্রভাবে তোমার আরাধিত দেবতা তোমাকে নিজ সারূপ্য প্রদান করায় তুমি অতিশয় গর্ব্বিত হইয়াছ—অতএব, মদমত্ত হস্তীর ন্যায় ব্রজকুলবতী পদ্মিণীগণকে মলিন করিতেছ ! হে চতুর ! বল দেখি—এই ব্রজমাঝে এমন কোন্ রমণী আছে, যে একবার তোমার নয়ন-কটাক্ষে পতিতা হইয়া আর নিজ পতিকে ভজনা করিতে পারে ? ৩৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ—হে প্রিয়সখি রাধে ! বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা অনাবৃত অতি মনোহর তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল লজ্জাসাগরে নিমজ্জিত

সম্প্রতি মন্নয়নান্ত-
বিশন্তি মন্দাক্ষ-মগ্নানি ॥ ৪০ ॥

।রাধাহ— ধৃষ্টতমে তব নয়নে
যন্মিত্রং কৌস্তুভো দ্যুতিং তনুতে।

সঙ্কুচন্তি সংকোচযুক্তানি ইব 'সন্তি' সংপ্রতি মন্নয়নান্তঃ মম নয়নয়োঃ মধ্যে বিশন্তি প্রবিশন্তি, শরণমিচ্ছন্তীতি যাবৎ। অতঃ এষামভিলাষং পরিপূরয়েতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

হে ধূর্ত্ত-প্রবর! যৎ যস্মাৎ তব নয়নে ধৃষ্টতমে ধূর্ত্ত-শ্রেষ্ঠে, অয়ং কৌস্তুভঃ তব কণ্ঠমণি রপি মিত্রং তব নয়নয়োঃ বন্ধুঃ সন্ ইহ মদঙ্গে দ্যুতিং স্বকান্তিং তনুতে বিস্তারয়তি। তৎ তস্মাৎ 'অশরণানি'

হইয়া অতিশয় সংকুচিতের ন্যায়ই যেন সংপ্রতি আমার নয়নে প্রবেশ করিতেছে অর্থাৎ সলজ্জভাবে আমার নয়নযুগলের শরণ গ্রহণের ইচ্ছা করিতেছে। সুতরাং ইহাদের ইচ্ছাপূরণ করা তোমার উচিত নহে কি? ৪০ ॥

শ্রীরাধা – হে প্রাণ-বল্লভ! তোমার ঐ নয়ন-যুগল অতিশয় ধৃষ্টতম; তাহাতে আবার তোমার কণ্ঠস্থ মণিরাজ নয়নের বন্ধু হইয়া আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নিজকান্তি বিস্তার করিতেছে। সুতরাং আমার অসহায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি কোথায় যাইবে? কাজে কাজেই তোমার অঙ্গ সকলের আশ্রয় গ্রহণ করুক্।

তদিহ মদঙ্গান্যধুনা

শরণং যান্তু ত্বদঙ্গানাম্ * ॥ ৪১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ— হিত্বা সতৃষ-দৃশৌ মম

বৈরাদিব কৌস্তুভং পরাভূয়।

বিশতি তব স্তন-যুগলং

মদ্ধৃদয়ান্তঃ স্ববিক্রমং বিভ্রৎ ॥ ৪২ ॥

ইমানি মদঙ্গানি অধুনা ত্বদঙ্গানাং শরণং আশ্রয়ং যান্তু। অলমেষাং পৃথগবস্থানেন ॥ ৪১ ॥

হে প্রাণেশ্বরি! তব স্তনযুগলম্ বৈরাৎ শত্রুতাবশাৎ ইব মম সতৃষদৃশৌ তৃষ্ণাযুক্ত-নয়নে হিত্বা পরিত্যজ্য কৌস্তুভঞ্চ মম কণ্ঠমণিমপি পরাভূয় পরাজিত্য স্ববিক্রমং নিজ-সামর্থ্যং বিভ্রৎ ধারয়ৎ মদ্ধৃদয়ান্তঃ মম হৃদয়মধ্যে বিশতি প্রবিশতি ॥ ৪২ ॥

অর্থাৎ আমার প্রতি অঙ্গ তোমার প্রতি অঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ক্ষণকাল লজ্জা-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হউক্ ॥ ৪১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ—হে প্রাণেশ্বরি! কি আশ্চর্য্য! দেখ দেখি—তোমার অত্যুন্নত স্তন-যুগল শত্রুতাবশতঃই যেন আমার সতৃষ্ণ নয়ন-দ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া এবং অত্যুজ্জ্বল কৌস্তুভ মণি-রাজকেও পরাজয় করতঃ নিজ বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক সবলে আমার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিতেছে ॥ ৪২ ॥

* ত্বদঙ্গানি।

শ্রীরাধাহ—　　কঠিনতমং তব হৃদয়ং
　　কুচ-যুগমপি মে প্রতীয়তে কঠিনম্‌।
　　তদুচিতমনয়ো র্মিলনং
　　যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে যস্মাৎ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ—　　মদুরঃ পক্ষগতা ত্বং †
　　মম যদক্ষ্ণো র্বিপক্ষতাং কুরুষে ‡।

হে শ্যামসুন্দর! তব হৃদয়ং বক্ষঃস্থলং কঠিনতমং নীলমণি সদৃশ-মতিদৃঢ়ং, মে মম কুচযুগমপি কঠিনমেব প্রতীয়তে প্রতিভাতি। তৎ তস্মাৎ অনয়োঃ স্তন-বক্ষসোঃ মিলনং সংযোগঃ উচিতমেব উপযুক্তমেব। যস্মাৎ যোগ্যং বস্তু যোগ্যেন বস্তুনা সহ এব যুজ্যতে যুক্তং ভবতি—ইতি হি শাস্ত্রপ্রমাণম্‌॥ ৪৩ ॥

হে প্রিয়ে রাধে! মদুরঃ মম বক্ষসঃ পক্ষগতা স্বপক্ষীয়া, আশ্রিতেতি যাবৎ, ত্বং যদ্যপি মম অক্ষ্ণোঃ চক্ষুষোঃ বিপক্ষতাং শত্রুতাং দর্শন-

---

শ্রীরাধা—হে শ্যামসুন্দর! তোমার বিশাল বক্ষঃস্থল নীলমণি অপেক্ষাও কঠিন এবং আমার কুচযুগলও অতিশয় কঠিন বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়া থাকে; সুতরাং উভয়ের মিলন অতি সুন্দরই হইয়াছে। কারণ, শাস্ত্র বলেন যে যোগ্যবস্তু নিজ সদৃশ যোগ্যবস্তুর সহিতই মিলিত হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ—হে প্রাণপ্রিয়ে! আমার নয়নদ্বয় তোমার উন্মুক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দর্শন করিয়া পরম আনন্দলাভ করিতেছিল—যদ্যপি তুমি আমার বক্ষঃস্থলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উহাদের সেই

---

† উরসঃ পক্ষগতত্বং। ‡ মন্যুষে।

তদপি তয়ো স্তদ্‌বদনং
প্রকাম-সুভগং মুদং তনুতে ॥ ৪৪ ॥

শ্রীরাধাহ— স্বচ্ছন্দং যদি রমসে
রমস্ব! তত্রাবলাস্মি কিং কুর্য্যাম্?
ক্ষিপসি দৃশং যদলজ্জং
মদপঘনে তৎ কথং সহে কুলজা ॥ ৪৫ ॥

ব্যাঘাতাদিতি ভাবঃ, কুরুষে আচরসি তদপি তথাপি প্রকামসুভগং অতিশয়-শ্রীসম্পন্নং ত্বদ্বদনং তব শ্রীমুখচন্দ্রমাঃ তয়োঃ মম নয়নয়োঃ মুদং আনন্দাতিশয্যং তনুতে বিস্তারয়তি ॥ ৪৪ ॥

হে রমণ! ত্বং যদি স্বচ্ছন্দং যথেষ্টং রমসে ক্রীড়সি মামিতি শেষঃ রমস্ব বিহর অহং অবলা অস্মি, তত্র তস্মিন্ বিষয়ে কিং কুর্য্যাং? অসামর্থ্যাৎ বারয়িতুমপি নেচ্ছামি। কিন্তু মদপঘনে মম মর্ম্মস্থলে অলজ্জং অসঙ্কোচং দৃশং যৎ ক্ষিপসি—তৎ কথং কুলজা কুলবতী অহং সহে। [লজ্জৈব নারীণাং প্রাণাধিকা, অতঃ স্তদ্‌বসতিস্থলং পুনঃ পুন র্মা পশ্য] ॥ ৪৫ ॥

সুখের ব্যাঘাত করতঃ পরম শত্রুতা আচরণ করিতেছ, কিন্তু দেখ দেখি—তোমার পরম রমণীয় মুখচন্দ্রমা তাহাদিগকে পরমানন্দই প্রদান করিতেছে ॥ ৪৪ ॥

শ্রীরাধা—হে রতি-লম্পট! আমাকে সর্ব্বথা নিঃসহায় পাইয়া তুমি যে যথেচ্ছাক্রমে রমণ করিতেছ, কর; আমি অবলা সে বিষয়ে আর কিই বা করিতে পারি? কিন্তু বল দেখি—আমার মর্ম্মস্থলে তোমার ঐ নির্ল্লজ্জ নয়ন-যুগলকে যে পুনঃ পুনঃ নিঃক্ষেপ করিতেছ—আমি কুলবতী হইয়া ঐরূপ নির্ল্লজ্জভাব কিরূপে সহ্য করি? ৪৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ— যদি মম দৃষ্টি-চকোর্য্যা

বিধুমুখি! নৈবোপলভ্যসে দৈবাৎ।

হৃদয়-গৃহে খেলস্যপি

তথাপি হা জ্বলয়সি প্রসভম্॥ ৪৬॥

শ্রীরাধাহ— তব ভুজ-যুগ-দৃঢ়-বন্ধং

বামাপীহেঽন্যথা ভবন্নয়নে।

হে বিধুমুখি! চন্দ্রাননে! দৈবাৎ ভাগ্যবশাৎ ত্বং মম হৃদয় গৃহে বক্ষঃস্থলে খেলসি অপি তথাপি মম দৃষ্টি-চকোর্য্যা নয়নরূপ চকোর্য্যা নৈব উপলভ্যসে উপলক্ষ্যসে। প্রসভং হঠাৎ যদি যদ্যপি কথঞ্চিদপি উপলক্ষ্যসে হা কষ্টং তথাপি তাং দৃষ্টি-চকোরীং জ্বলয়সি বিরহাতপেন তাপয়সি। দয়াবতীনামনুচিতমেতৎ॥ ৪৬॥

হে নিস্ত্রপ-শিরোমণে! নির্লজ্জ কলাগুরো! বামা অবলা অপি অহং তব ভুজ-যুগয়োঃ যৎ দৃঢ়-বন্ধং কঠিন-বন্ধনং, গাঢ়ালিঙ্গনমিতি যাবৎ তৎ যদৈব অন্যথা প্রকারান্তরং কর্ত্তুমিতি শেষঃ ঈহে চেষ্টে অর্থাৎ দৃঢ়বন্ধনং

শ্রীকৃষ্ণ—হে চন্দ্রাননে! বহুভাগ্যক্রমে তুমি আমার বক্ষঃস্থলে ক্রীড়নশীলা হইলেও আমার নয়ন-চকোরী কর্ত্তৃক পরিলক্ষিতা হইতেছ না। হায় হায়!! হঠাৎ যদিও বা সে কোনও প্রকারে একটু দর্শন করিতে চেষ্টা করিতেছে, তথাপি তাহাকে আবার বিরহানলেই দগ্ধ করিতেছ!!! ওহে! এই কি তোমার দয়ার পরিচয়? ৪৬॥

শ্রীরাধা—হে লম্পট-শিরোমণি! কি আর বলিব!! আমি অবলা কুলবালা হইয়াও তোমার বিশাল বাহুযুগলের সুদৃঢ় বন্ধন

নিস্ত্রপ-শিরোমণে! মাং

ত্রপাম্বুধৌ পাতয়িষ্যতঃ প্রকটম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ— ত্বন্নয়নে চ মদক্ষ্ণো

রন্তেবাসিত্বমিচ্ছতঃ কিন্তু।

কিঞ্চিৎ শিথিলয়িতুমভিলষামীতি যাবৎ—তদৈব ভবন্নয়নে তব চক্ষুষী প্রকটং প্রকাশ্যং যথা স্যাত্তথা মাং ত্রপাম্বুধৌ লজ্জা-সাগরে পাতয়িষ্যতঃ নিঃক্ষেপয়িষ্যতঃ ॥ ৪৭ ॥

হে প্রিয়ে! মম নয়নযুগলং নির্লজ্জমিতি সত্যমুক্তম্—কিন্তু তব নয়নে মদক্ষ্ণোঃ মম চক্ষুষোঃ নির্লজ্জয়োরিতি যাবৎ অন্তেবাসিত্বং শিক্ষা-শিষ্যত্বম্ ইচ্ছতঃ নিস্ত্রপবিদ্যামধীতুমভিলষতঃ, কিন্তু গর্ব্বাৎ অভিমানাৎ ইব প্রকটং

অন্যথা করিতে অর্থাৎ তোমার দৃঢ় আলিঙ্গন কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া যেমনই একটু পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করিতেছি—হে নির্লজ্জ-শিখামণি! অমনি তোমার নয়নযুগল আমাকে প্রকাশ্যভাবে অর্থাৎ কটাক্ষশরাঘাতে বিদ্ধ করতঃ লজ্জা-সাগরে নিঃক্ষেপ করিতেছে ॥ ৪৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ—হে প্রিয়ে! আমার নয়ন-যুগল ত নির্লজ্জই বটে; কিন্তু দেখ দেখি—তোমার নয়নই বা কত সাধু? উহারা এই সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য আমার নয়ন-যুগলের শিষ্যত্ব ইচ্ছা করিতেছে। কিন্তু তোমার নয়ন-যুগল অতিশয় প্রগল্ভ

গর্ব্বাদিব ন চ পঠতঃ
প্রকটং প্রৌঢ়িঃ কিয়ত্যহো যদিয়ম্ * ॥ ৪৮ ॥

শ্রীরাধাহ— চেত স্ফুটতি স্বয়ঞ্চ
তথাপি নয়নে ন তাদৃশে ভবতঃ।
সাধ্বীনামিয়মুচিতা
এব নিসর্গ-ত্রপাকুলতা ** ॥ ৪৯ ॥

প্রকাশ্যং যথা স্যাত্তথা যৎ ন পঠতঃ—অহো! আশ্চর্য্যং ইয়ং কিয়তী কীদৃশী প্রৌঢ়িঃ প্রগল্ভতা স্যাদিত্যেব বিচার্য্যমিতি শেষঃ ॥ ৪৮ ॥

হে কুলবতী-ধর্ম্ম-ধ্বংসক! সাধ্বীনাং পতিব্রতানাং ইয়মেব নিসর্গ-ত্রপাকুলতা স্বভাবসিদ্ধ লজ্জাশীলতা উচিতা সঙ্গতা—নতু দুষণীয়া। কুলবতীনাং চেতঃ অন্তঃকরণম্ স্বয়ঞ্চ স্বয়মেব ফুটতি বাঞ্ছিতমতিপ্রিয়মলব্ধ্বাপি স্বয়মেব বিদীর্য্যতে; তথাপি নয়নে চক্ষুষী ন তাদৃশে নির্ল্লজ্জে ভবতঃ। [লজ্জৈব নারীনাং ভূষণম্, তস্যাশ্চ বসতিস্থলং নয়নমেব—অতঃ ত্বৎ-কথিতঃ স্বাতন্ত্র্যাদোষঃ মম চক্ষুষো র্নাস্ত্যেব—ইতি ধ্বনিতম্।] ॥ ৪৯ ॥

কিনা, তাই ছাত্রত্ব স্বীকার করিয়াও অভিমান বশতঃ প্রকাশ্যভাবে পড়িতেছে না ॥ ৪৮ ॥

শ্রীরাধা—হে কপটিন্! পতিব্রতা রমণীগণের ঐরূপ স্বভাবসিদ্ধ লজ্জা-শীলতাই ভূষণ। উহা ত দোষের নয়। কুলবতী-দিগের চিত্তে কোনও ভাববিশেষ উদিত হইলেও বাঞ্ছিত-বস্তুর অপ্রাপ্তিতে বরং স্বয়ংই বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, তথাপি উহাদের নয়ন কখনও নির্ল্লজ্জভাব ধারণ করিতে পারিবে না ॥ ৪৯ ॥

---

* তদিয়ম্। ** সাধ্বীনাময়মুচিতো নিসর্গ এব ত্রপাকুলতা।

শ্রীকৃষ্ণ আহ— সম্প্রতি সত্যং ব্রূষে

ত্রপাবতীনাং শিরোমণি স্ত্বমসি।

বাৎস্যায়ন-তন্ত্রোক্তঃ

সাধ্বীনাময়মেব ধর্ম্মঃ † ॥ ৫০ ॥

শ্রীরাধাহ— যদ্যপ্যরুন্ধতী সা

সাধ্বীগণ-গণ্যগৌরবা জগতি।

হে সাধ্বি! ত্রপাবতীনাং লজ্জাশীলানাং সতীনাং যুবতীনাং শিরোমণিঃ শিখামণিঃ সম্প্রতি ত্বম্ অসীতি তু সত্যম্ ব্রূষে যথার্থং কথয়সি। [মদ্বক্ষসি স্থিতিরেবাত্র প্রত্যক্ষপ্রমাণমিতি শ্লেষঃ।] সাধ্বীনাং ভবাদৃশীনাং সতীনাং অয়মেব ভবাচরিতঃ পন্থা এব বাৎস্যায়ন-তন্ত্রোক্তঃ বাৎস্যায়ন-মুনি প্রণীত শাস্ত্রোক্তঃ ধর্ম্মঃ। [মন্নয়নযুগমপি ইদমেব শিক্ষয়তীতি ভাবঃ।] ॥ ৫০ ॥

হে বিদগ্ধ-প্রবর! যদ্যপি জগতি ইহ সংসারে সাধ্বীনাং গণেষু গণ্যগৌরবা অতি-মাননীয়া সা প্রসিদ্ধা অরুন্ধতী দেবী বর্ত্ততে, তামপি

শ্রীকৃষ্ণ হে সতি! সম্প্রতি লজ্জাবতী নারীগণের শিরোমণি-স্বরূপা তুমিই একথা সত্যই বলিয়াছ। নিরাবৃত গাত্রে আমার বক্ষঃস্থলে অবস্থিতিই ইহার স্বাক্ষী দিতেছে। তোমার ন্যায় পরম সতী রমণীদের ইহাই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—তাহা বাৎস্যায়ন মুনি প্রণীত শাস্ত্রাদিতেও উক্ত হইয়াছে। আমার নয়ন-যুগলও ভ্রূভঙ্গীদ্বারা তোমার নয়ন-যুগলকে ইহাই শিক্ষা দিতেছে ॥ ৫০ ॥

শ্রীরাধা—হে পণ্ডিত-প্রবর! যদ্যপি সতীকুল-শিরোমণি-গণের মধ্যে দেবী অরুন্ধতীই এ জগতে শ্রেষ্ঠত্বপদ লাভ

† সাধ্বীনাময়মযন্ত্রণো ধর্ম্মঃ।

ধর্ম্মমিমং পাঠয়িতুং
তামপি শক্নোতি তে নয়নম্ ॥ ৫১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ — রাধে! দ্বিগুণিত-শোভং
মদাস্য-পঙ্কেরুহং ধ্রুবং পিবতু। **
সম্প্রত্যপি নিজ-লোচন-
মধুকর-যুগং কিং ন সর্ব্বথাদিশসি ॥ ৫২ ॥

ইমং তব তন্ত্রোক্তং ধর্ম্মং পাঠয়িতুং শিক্ষয়িতুং তে তব নয়নং শক্নোতি সর্ব্বথা সমর্থমিত্যহং মন্যে ॥ ৫১ ॥

হে রাধে! গাঢ়ালিঙ্গনাদি বিলাস-রসাস্বাদনেন দ্বিগুণিত-শোভং অতিশয় শোভাযুক্তং মদাস্যপঙ্কেরুহং মম মুখকমলং ধ্রুবং নিশ্চিতং সর্ব্বথা অশেষ-বিশেষেণ পিবতু [ইতি] নিজ লোচন-মধুকর যুগং তব নয়ন ভ্রমরদ্বয়ং সংপ্রত্যপি কিং কথং ন আদিশসি? পিবেতি-পাঠে তু নিজ লোচনেনেত্যত্র মম লোচনেতি পাঠঃ সমুচিতঃ। তদা তু মদাস্যেতি শব্দেন 'রাধা মুখ কমলং' বোদ্ধব্যম্। মম লোচনেত্যাদিনা চ স্বাভিলাষ-ব্যঞ্জকশ্যামসুন্দরস্য নয়ন-মধুপঃ জ্ঞেয়ঃ।] ॥ ৫২ ॥

করিয়াছেন—তথাপি আমার বিশ্বাস যে তোমার সুচতুর নয়নদ্বয় তাঁহাকেও এই পরমধর্ম্ম পড়াইতে সমর্থ হইবে ॥ ৫১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ—হে প্রিয়ে রাধে! আলিঙ্গন চুম্বনাদি বিলাস রসাস্বাদনে পরম রমণীয় আমার মুখ-কমলকে স্বচ্ছন্দরূপে পান করুক্'—সংপ্রতিও তোমার নয়ন-ভ্রমরদ্বয়কে এইরূপ আদেশ করিতেছ না কেন? ৫২ ॥

পিবেতি।

শ্রীরাধাহ— লাবণ্যাদ্ভুত বন্যা-
ময়ং ত্বদঙ্গং ন শীলয়ত্যধিকম্।
লোচন-শফরযুগং মম
দৃগন্ত-জালং যদা নু তৎ ক্ষিপসি ॥ ৫৩॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ— নূপুর মঙ্গল বাদ্য-
জ্ঞাপিত-মনসিজ-নৃপোৎসবামোদঃ।

নু ভো রসময়। মম লোচন-শফরযুগং নয়ন রূপ ক্ষুদ্রমৎস্য বিশেষদ্বয়ং লাবণ্যাদ্ভুতবন্যাময়ং অপরিসীমানির্ব্বচনীয়-মাধুর্য্যরস-পরিপূর্ণং ত্বদঙ্গং তব শ্রীঅঙ্গরূপ-সরোবরং যদা যৎ কালমেব অধিকং আশানুরূপং যথা স্যাৎ-তথা ন শীলয়তি সন্তরতীতি যাবৎ তৎকালমেব ত্বং নিজ দৃগন্তজালং নিজ-নয়ন কটাক্ষরূপং জালং ক্ষিপসি। অত স্ত্রাসেন মম নয়ন-মীনযুগং পলায়তে ॥ ৫৩ ॥

হে বিলাসিনি! নূপুরাণাং মঙ্গল-বাদ্যৈঃ মঙ্গলসূচক-ধ্বনিবিশেষৈঃ যদ্বা নূপুরৈঃ মঙ্গলবাদ্যৈশ্চ জ্ঞাপিতঃ প্রকাশীকৃতঃ মনসিজনৃপস্য মদনরাজ-চক্রবর্ত্তিনঃ উৎসবামোদঃ উৎসবজনিতানন্দ-বিশেষঃ বিলাস-রস- পরিমলা-

শ্রীরাধা—হে রসময় শ্যামসুন্দর! আমার নয়নরূপ শফরীদ্বয়, অত্যধিক লাবণ্যরূপ বন্যাযুক্ত তোমার শ্রীঅঙ্গসরোবরে স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করিতে না করিতেই তুমি লোভবশতঃ নিজের নয়ন-কটাক্ষরূপ জাল নিক্ষেপ করিতেছ। সুতরাং ভয়ে আমার নয়ন-মীন পলায়ন করিতেছে ॥ ৫৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ—হে আনন্দময়ি! দেখ ত নূপুরের ধ্বনিরূপ মঙ্গলবাদ্য কর্ত্তৃক মদন-চক্রবর্ত্তির উৎসবজনিত আনন্দবিশেষ

ত্বরিতমুপৈত্যলি-বন্দী-

[ব্রাতঃ] কীর্ত্তিঞ্চ তব প্রথয়ন্ বিরাজতে [হত্র] ॥৫৪॥

শ্রীরাধাহ— দয়িত ! নৃপোহস্যনুভূতঃ

সত্যং মনসিজ-পরঃ শতানাং ত্বম্।

দিশি দিশি সতীষু বিক্রম-

বিজয়ং শংসতি তবৈবায়ম্ ॥ ৫৫ ॥

তিশয়ো বা যস্মৈ তাদৃশঃ অলি-বন্দী [ব্রাতঃ] বন্দনাকারী অলি সমূহঃ ত্বরিতং ঝটিতি উপৈতি আগচ্ছতি। তব কীর্ত্তিঞ্চ মঙ্গলযশশ্চ প্রথয়ন্ বিস্তারয়ন্ অত্র নিকুঞ্জাভ্যন্তরে বিরাজতে শোভতে ॥ ৫৪ ॥

হে দয়িত প্রিয়তম ! মনসিজ-পরঃ শতানাং মদন-সহস্রাণাং মধ্যে পরঃ শ্রেষ্ঠঃ ত্বমেব নৃপোহসি—ইত্যস্মাভিঃ সত্যং যথার্থং অনুভূতঃ পরিজ্ঞাতঃ। অয়ং ভ্রমরঃ সতীষু কুলবতীষু তব বিক্রম-বিজয়ং অখণ্ড-পরাক্রমজনিত-জয়কীর্ত্তিং এব দিশি দিশি ইতস্ততঃ শংসতি ঘোষয়তি। অলি-সমূহ স্তবৈব বন্দী, নতু মমেত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

(অথবা বিলাস-রস জনিত পরিমলাতিশয়) পরিজ্ঞাপিত হওয়ায় অলিরূপ বন্দীগণ অতি দ্রুতগতিতে আসিতেছে। এবং তোমার অক্ষয়কীর্ত্তি ঘোষণা করিতে করিতে এই নিকুঞ্জের মধ্যে কতই না শোভা বিস্তার করিতেছে !! ৫৪ ॥

শ্রীরাধা—হে প্রিয়তম ! কোটি কোটি মদন সমূহের মধ্যে তুমি যে শ্রেষ্ঠ নৃপতি—ইহা আমরা যথার্থ অনুভব করিয়াছি। বন্দী-স্বরূপ এই ভ্রমর-সমূহ সতী কুলবতীগণের বিষয়ে তোমার যে বিক্রম-বিজয় অর্থাৎ পাতিব্রত্য-ধ্বংসরূপ অক্ষয় কীর্ত্তি, তাহাই দিগ্‌বিদিকে ঘোষণা করিতেছে ॥ ৫৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ— সুরত-মহামখভেরী
ত্রিজগতি গর্জ্জং স্তবৈষ নূপুরঃ।
তর্জ্জতি গর্ব্ববতী স্তাঃ
প্রকামমমরাঙ্গনা অপি প্রসভম্॥ ৫৬॥

শ্রীরাধাহ— রমণ-মহো [খো] দিত-মদভর-
মত্তাহং কিং ব্রবীমি তে চরিতম্।

হে প্রিয়ে! তব এব 'নৃত্যপরঃ' নূপুরঃ সুরত-মহামখস্য [বিপরীত] বিলাসরূপ মহাযজ্ঞস্য ভেরী ঘোষণাকারী বাদ্য বিশেষঃ ত্রিজগতি প্রকামম্ অত্যর্থং গর্জ্জন্ সন্ গর্ব্ববতীঃ অতিশয়াভিমানিনীঃ তাঃ প্রসিদ্ধাঃ অমরাঙ্গনাঃ দেবস্ত্রীঃ অপি প্রসভং ভৃশং তর্জ্জতি বিলজ্জয়তীতি যাবৎ। এতেন শ্রীরাধায়াঃ মহা বৈপরীত্যেন পরমোন্মত্ততা এব ধ্বনিতা॥ ৫৬॥

হে বিদগ্ধ! রমণ-মখাৎ সুরত-মহাযজ্ঞাৎ উদিতঃ উৎপন্নঃ যঃ মদঃ গর্ব্বঃ তস্য ভরেণ আতিশয্যেন মত্তা আত্ম-স্মৃতি-রহিতা অহং তে তব চরিতং আচরিতং কিং ব্রবীমি? বর্ণনাতীতমেতৎ খলু। যতঃ নূপুরমাত্রম্ কেবলং

শ্রীকৃষ্ণ—হে প্রিয়ে! তোমার চরণে এই নৃত্যকারী নূপুর সুরত-মহাযজ্ঞের ভেরীর ন্যায় অতিশয় গর্জ্জন করিতে করিতে ত্রিজগতে অত্যন্ত গর্বিবতা দেবপত্নীদিগকেও বিশেষভাবে তর্জ্জন করিতেছে অর্থাৎ ধিক্কার দিতেছে॥ ৫৬॥

শ্রীরাধা—হে বিদগ্ধ-শেখর! সুরত-মহাযজ্ঞ-জনিত আনন্দ মদভরে আমি এতই উন্মত্তা হইয়াছি যে আমার আত্ম-স্মৃতি রহিত হইয়াছে; কাজে কাজেই একে একে তুমি আমার সমস্ত ভূষণ অপহরণ করিয়াছ। তোমার অপরূপ

স্তৌষি মুহু র্নূপুর মপি
নূপুর-মাত্রাবশিষ্ট-ভূষায়াঃ ॥ ৫৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ — কিং কথ্যসে স্বয়ং বত
রমণমহে ত্বং সমুদ্ধতা সত্যম্।
মদভর-মত্তা যন্নিজ-
পরিহিত-বাসোঽপি হি কুরুষে স্মরসাৎ ॥৫৮॥

নূপুরমেব অবশিষ্টং ভূষাণাং ভূষণানাং যস্যাঃ এবম্ভূতায়াঃ 'নিরাভরণায়াঃ' ইতি যাবৎ, মম নূপুরমপি মুহুঃ বারংবারং স্তৌষি প্রার্থয়সি ? ৫৭ ॥

হে প্রিয়ে! বতেতি বিস্ময়ে। রমণ-মহে সুরত-মহামহোৎসবে ত্বং সমুদ্ধতা আত্ম-চৈতন্য-রহিতা ইতি কিং কথ্যসে ময়েতি শেষঃ। সত্যমেব উন্মত্তাসি। হি নিশ্চিতং, যৎ যস্মাৎ স্বয়ং মদভরেণ বিলাসরসাতিশয়েন মত্তা উন্মত্তা সতী নিজ-পরিহিত-বাসঃ আত্ম-পরিধেয়-বস্ত্রম্ অপি স্মরসাৎ কুরুষে মদন রাজায় সমর্পয়সি ॥ ৫৮ ॥

চরিত্রের কথা আমি আর কি বলিব ? কেবল মাত্র নূপুর দ্বয়ই অবশিষ্ট আছে—তাহাকেও পুনঃ পুনঃ স্তব করিতেছ অর্থাৎ প্রার্থনা করিতেছ ? ধন্য তুমি !! ৫৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ—হে প্রিয়তমে! বিস্ময়ের কথা আর কি বলিব ? সুরত মহামহোৎসবে তুমি যে একেবারে আত্ম-চৈতন্য রহিত হইয়াছ—এ'কথা সত্যই তোমাকে বলিতেছি। যেহেতু পরমানন্দজনিত মদভরে উন্মত্তা হইয়া স্বয়ংই নিজের পরিধেয় বস্ত্রখানা পর্য্যন্ত অনঙ্গদেবকে পারিতোষিক প্রদান করিয়াছ !! ৫৮ ॥

শ্রীরাধাহ— স কিল তবেষ্টদেবতা [তবেষ্টো দেবো]
মদনঃ শ্রদ্ধাবতী রতো যুবতীঃ।
উপদিশ্যৈতন্মন্ত্রং
শিষ্যাঃ কুরুষে বিতীর্ণ-সর্ব্বস্বাঃ ॥ ৫৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ— ত্বয়ি পুন রসৌ রসজ্ঞঃ
স্মরোঽপি রোপিত-মুদা বসতি।

হে রত-হিণ্ডক! কিল নিশ্চিতং স মদনঃ প্রসিদ্ধঃ কামদেবঃ তব ইষ্ট দেবতা উপাস্য দেবতা। অতঃ ত্বং শ্রদ্ধাবতীঃ তবেষ্টদেবে অনুরাগিণীঃ যুবতীঃ ব্রজকিশোরীঃ এতন্মন্ত্রং মদনমন্ত্ররাজং উপদিশ্য শিষ্যাঃ কুরুষে। অতো বয়ং কিং কুর্ম্মঃ? বিতীর্ণ-সর্ব্বস্বাঃ ইষ্টদেবে অর্পিত-সর্ব্বস্বাঃ ভবামঃ ইতি শেষঃ ॥ ৫৯ ॥

হে রসময়ি! রসজ্ঞঃ পরম-রসিকঃ অসৌ স্মরঃ মদনরাজঃ অপি রোপিত-মুদা অর্পিতানন্দেন 'হেতুনা' তব সর্ব্বস্বং লব্ধ্বা আনন্দাতিশয়েনেতি ভাবঃ। পুনঃ ত্বয়ি তব সর্ব্বাঙ্গে এব আবসতি সম্যগ্রূপেণ সর্ব্বদা নিবসতি।

শ্রীরাধা—হে কপট-কলাগুরো! সেই জগদ্বিখ্যাত মদনরাজা তোমারই ইষ্টদেবতা। তাঁহাতে অনুরাগবর্তী ব্রজকিশোরীগণকে তুমি এই মদন-মন্ত্ররাজ উপদেশ করতঃ শিষ্যা করিতেছ। সুতরাং তাহারা আর কিই বা করিবে? স্বেচ্ছা-পূর্ব্বকই সেই ইষ্টদেবকে বসনভূষণাদি সমস্ত অর্পণ করিয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়াছে ॥ ৫৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ—হে প্রিয়ে! আমার ইষ্টদেব এই মদনরাজা পরম রসজ্ঞ, সুতরাং তোমা কর্তৃক অর্পিত বসন-ভূষণাদি প্রাপ্ত

যদিদং ত্বৎ কুচ হাটক-
সম্পুটযুগমস্য সর্ব্বস্বম্ ॥ ৬০ ॥

শ্রীরাধাহ— এবং চেৎ কথমনয়োঃ
কঞ্চুকমথ মৌক্তিকং লসদ্ধারম্।
মৃগমদ-চর্চ্চাং দলয়সি
কলয়সি চ কঠিন-করাঘাতম্ ॥ ৬১ ॥

যৎ যস্মাৎ ইদং দৃশ্যমানং ত্বৎকুচ-হাটকসম্পুটযুগং তব স্তনরূপ স্বর্ণ-সম্পুটদ্বয়মেব অস্য রাজ্ঞঃ সর্ব্বস্বম্ ॥ ৬০ ॥

হে বিদগ্ধ-প্রবর! এবং চেৎ মৎকুচ-সম্পুটাবেব মদন-নৃপতেঃ সর্ব্বস্বং চেৎ তর্হি ত্বং কথম্ অনয়োঃ কুচ-স্বর্ণ-সম্পুটয়োঃ কঞ্চুকং আচ্ছাদন-বস্ত্রবিশেষং অথ মৌক্তিকং মুক্তামাল্যং লসদ্ধারং পরম-মনোহর-হারাদিকং মৃগমদ চর্চ্চাঞ্চ কস্তূরী-চিত্রাদিকং চ দলয়সি বিমর্দ্দনেন দূরীকরোষীতি যাবৎ কথং বা কঠিন-করাঘাতং তীক্ষ্ণ-নখাঘাতং কলয়সি রচয়সি? ৬১ ॥

হইয়া পরমানন্দভরে আবার সর্ব্বদা তোমাতেই বাস করিতেছেন—যেহেতু তোমার স্তনরূপ এই সুবর্ণ-কৌটাদ্বয়ই তাঁহার সর্ব্বস্ব বলিয়া বিখ্যাত ॥ ৬০ ॥

শ্রীরাধা—হে বাচস্পতি! যদি আমার স্তনরূপ সুবর্ণ-কৌটাদ্বয় তোমার ইষ্টদেবের সর্ব্বস্ব বলিয়াই জান, তবে কেন তুমি ইহার কাঁচুলি, মুক্তামালা, অন্যান্য মনোরম হার এবং কস্তূরীচিত্রাদিকে পুনঃ পুনঃ মর্দ্দনাদি দ্বারা দূর করিতেছ? আর কেনই বা ইহার উপর অতিশয় নিষ্ঠুরভাবে কঠিন নখরাঘাত করিতেছ? ৬১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ— স্বধন-ব্যবহৃতি-সময়ে
হাটকময় সম্পুটস্য যদ্দৃষ্টঃ।
মঙ্গল-ভূষণ-বসনো-
দ্‌ঘাটো মুখদার্ঢ্যতঃ নখাঘাতঃ * ॥ ৬২ ॥

শ্রীরাধাহ— তদ্ব্যবহর্ত্তা পুনরথ
কৃত্বা দ্বিগুণিত-সুসম্ভারম্।

হে মুগ্ধে! 'অত্র মম কোঽপি দোষো নাস্তি।' যতঃ স্ব-ধন-ব্যবহৃতি-সময়ে নিজরত্নাদেঃ ব্যবহার-কালে হাটকময়সম্পুটস্য স্বর্ণ-নির্ম্মিত-'কৌটা' ইতি বিখ্যাতস্য মঙ্গল-ভূষণ-বসনোদ্‌ঘাটঃ মঙ্গল সূচক মাল্যাদে রবতারণং আবরণবস্ত্রাদে রুন্মোচনং তথা সম্পুটস্য মুখদার্ঢ্যাৎ মুখস্য দৃঢ়তাহেতোঃ নখাঘাতশ্চ সর্ব্বত্রৈব দৃষ্টঃ পরিলক্ষিতঃ॥ ৬২ ॥

ভো রতিলম্পটবর! তদ্ব্যবহর্ত্তা তেষাং রত্নাদীনাং ব্যবহার-কর্ত্তা অথ ব্যবহারানন্তরং পুনঃ সম্পুটং দ্বিগুণিত-সম্ভারং পূর্ব্বতোঽপি অধিকতর

শ্রীকৃষ্ণ—হে মুগ্ধে! এ বিষয়ে আমার দোষ কি? সর্ব্বত্রই ত দেখা যায় যে নিজ ধনরত্নাদির ব্যবহারকালে সুবর্ণ নির্ম্মিত কৌটার উপরিস্থিত মাল্যাদির অবতারণ, আচ্ছাদন-বস্ত্রাদির উন্মোচন—এমন কি, কৌটার মুখ দৃঢ় থাকিলে তাহার উপর নখাঘাত প্রভৃতিও করিয়া থাকে॥ ৬২ ॥

শ্রীরাধা—হে চতুরবর! জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে নিজ ধনরত্নাদি কনক-সম্পুট হইতে বাহির করিয়া ব্যবহারানন্তর উহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রত্নাদি দ্বারা পরিপূর্ণ করতঃ

---

* করাঘাতঃ।

আবৃত্যাতি রহস্থং
কুরুতে সম্পুটমিদঞ্চ ভো দৃষ্টম্ ॥ ৬৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ— স্মরমণি-সম্পুট-কুচযুগ-
মধুনাপ্যুত্তানমস্তি তৎ কান্তে !

রত্নাদিভিঃ পরিপূর্ণং কৃত্বা আবৃত্য বস্ত্রাদিভিরাচ্ছাদ্য অতি রহস্থং অতি গুপ্ত স্থানস্থিতং কুরুতে—ইদঞ্চ দৃষ্টং ইদমেব পরিলক্ষিতং সর্ব্বত্র। কিন্তু অরসিকে ণাত্রভবতা সর্ব্বথৈব বিরুদ্ধমাচরিতমিতি ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥

হে কান্তে ! প্রাণ-বল্লভে ! 'রত্নাদীনাং ব্যবহারানন্তরং সম্পুটং পূর্ব্ববৎ স্থাপয়তীতি প্রসিদ্ধিঃ ; মম তু ব্যবহার-বাসনা-নিবৃত্তিঃ ন যাতা।' অতঃ প্রিয়ে ! স্মরমণি সম্পুটং মদন-নৃপতেঃ কনক-সম্পুটং কুচযুগং অধুনাঽপি সংপ্রত্যপি উত্তানং উন্নতমুখং অস্তি। অতোঽত্র বহূনি রত্নানি সন্তীত্যহং

ঐ সম্পুট বস্ত্রাবৃত করিয়া অতিশয় গুপ্ততম স্থানে রক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু মহাশয় কর্ত্তৃক ইহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্যই অঙ্গীকৃত হইয়াছে ॥ ৬৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ—হে প্রিয়ে ! রত্নাদি ব্যবহার করিয়া পরে যে সম্পুট পূর্ব্ববৎ স্থাপন করিতে হয়—ইহা আমিও জানি ; কিন্তু আমার ত এখনও ব্যবহার-বাসনা শেষ হয় নাই। মদন রাজার সম্পুটও যখন উন্নত-মুখ রহিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই উহাতে বহুরত্ন বর্ত্তমান আছে। সুতরাং হে সুরতি-দায়িনি ! একে একে আমি আর কতই বা গ্রহণ করিব ? তুমিই কৃপাপূর্ব্বক ঐ

হৃদয়-গৃহং মম পূরয়
কৃত্বাঽধোমুখমিদং মহারত্নৈঃ ॥ ৬৪ ॥

শ্রীরাধাহ— বিধিনা বিমৃশ্য নিহিতং
যাসামবলেতি নাম যুক্তার্থম্।
তাসাং কুচ-সম্পুটয়ো
রধোমুখী-কৃতি-বিধৌ ক্ক বা শক্তিঃ॥ ৬৫ ॥

মন্যে। মমাপি হৃদয়-গৃহং বর্ত্ততে অপূর্ণমেব! তৎ তস্মাৎ ইদং কনক-সম্পুটং অধোমুখং কৃত্বা মম হৃদয়-গৃহং হৃদয়-কুটীরং মহারত্নৈঃ কনক-সম্পুটস্থৈরিতি যাবৎ পূরয় স্বেচ্ছয়া বৈপরীত্যেন মামালিঙ্গয়েতি ভাবঃ ॥৬৪॥

হে লুব্ধক-শিরোমণে! বিধিনা সৃষ্টি-কর্ত্রা বিমৃশ্য বহুধা বিচিন্ত্য যাসাং কুলবতীনাং অবলা ইতি যুক্তার্থং সঙ্গতার্থং নাম নিহিতং দত্তং, তাসাং অবলানাং কুচ-সম্পুটয়োঃ বহুবিধ-রত্নপূর্ণয়োরিতি যাবৎ অধোমুখীকৃতিবিধৌ অধোমুখীকরণ বিষয়ে ক্ক কুত্র বা শক্তিঃ সামর্থ্যং বর্ত্ততে, [যত স্তা অবলাঃ, সম্পুটাবপি বৃহত্তমৌ] ॥ ৬৫ ॥

মণিসম্পুটদ্বয় অধোমুখ করিয়া মহামহারত্ন দ্বারা আমার হৃদয় কুটীরখানি পরিপূর্ণ কর—ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ॥ ৬৪ ॥

শ্রীরাধা—হে লোলুপ-চূড়ামণি! বিধাতা বহুপ্রকারে বিবেচনা করিয়া যে কুলবতী রমণীদিগের 'অবলা'—এই অতি সঙ্গতার্থ নাম প্রদান করিয়াছেন—তাহাদের পক্ষে বহু বহু রত্নাদি পরিপূর্ণ বৃহত্তম এই কুচ-সম্পুটদ্বয় অধোমুখী করার শক্তি আছে কি? ৬৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ— কতি ন করগ্রহ-বিধিনা
কুচ-সম্পুটকান্তরাহৃতা রাধে!
মোদ [প্রমদ] মণীনাং ততয়
স্তদপি ন মে পূর্য্যতে হৃদয়ম্॥ ৬৬॥

শ্রীরাধাহ— ব্রজ-বনিতাঃ শতকোট্য
স্তবৈব তাঃ পণ্ডিতাশ্চ রতি-তন্ত্রে।

'হে রাধে! অবলানাং যুষ্মাকমীদৃশং সামর্থ্যং নাস্তীতি জ্ঞাত্বাঽপি ময়া কথমুক্তং শৃণু।' মোদ-মণীনাং আনন্দরূপরত্ন-রাজীণাং ততয়ঃ সমূহাঃ ময়া করগ্রহ-বিধিনা করাভ্যাং গ্রহণ-বিলাসেন কুচ-সম্পুটকান্ত-রাহৃতাঃ কুচ-সম্পুটাভ্যন্তরাৎ লুণ্ঠিতাঃ কতি ন আহৃতাঃ তদপি তথাপি মে হৃদয়ং হৃদয়-কুটিরং ন পূর্য্যতে, পরন্তু তৃষ্ণা হি তরুণায়তে, অতো হে করুণাময়ি! ত্বমেব পরিপূরয়॥ ৬৬॥

হে ব্রজনাগরবর! রতিতন্ত্রে তব প্রচারিত-রতিশাস্ত্রে পণ্ডিতাঃ পারংগতাঃ শতকোট্যঃ অসংখ্যকাঃ ব্রজবনিতাঃ ব্রজগোপ্যঃ সন্তি। তাঃ

শ্রীকৃষ্ণ—হে রাধে! আমি কতবারই না এই নিজ করদ্বয় দ্বারা বহুপ্রকারে তোমার কুচ-সম্পুট মধ্য হইতে প্রমোদ রত্নরাশি আহরণ করিয়াছি! কিন্তু তথাপি আমার হৃদয়-গৃহ পরিপূর্ণ হইল না, আশারও নিবৃত্তি হইল না। তাই তোমাকে বলিতেছি—হে প্রিয়ে! দয়া করিয়া তুমিই একবার আমাকে পূর্ণ-মনোরথ কর॥ ৬৬॥

শ্রীরাধা—হে ব্রজনাগরেন্দ্র! রতি-শাস্ত্রে পরমপণ্ডিতা শত কোটি গোপীগণ ব্রজে রহিয়াছে এবং তাহারা সকলেই

হৃদয়ং তদপি রতৌ বত
রঙ্কতমত্বং ন তে ত্যজতি ॥ ৬৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ— স্মর-শিখিতপ্তে মম হৃদি
সুকুমার্য্য স্তাঃ বিশন্তু কিং মুগ্ধাঃ।
ত্বমতি সমর্থা প্রসভং
প্রবিশ্য রাজসি সদৈবৈকা ॥ ৬৮ ॥

সর্ব্বা অপি তবৈব ত্বয়ি অনুরক্তা এব, বত বিস্ময়ে তদপি তথাপি রতৌ বিলাস-বিষয়ে তে তব হৃদয়ং রঙ্কতমত্বং অত্যধিক-দারিদ্র্যং ন ত্যজতি পরিহরতি। কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্ ॥ ৬৭ ॥

হে সুরত-বিদগ্ধে! স্মরশিখিতপ্তে মদনানলেন প্রতাপিতে মম হৃদি হৃদয়ে সুকুমার্য্যঃ অতিশয় কোমলহৃদয়াঃ মুগ্ধাঃ সরলাঃ তাঃ ব্রজ-বনিতাঃ বিশন্তু কিং প্রবেষ্টুং সর্ব্বথা সমর্থাঃ ভবন্তি কিং? অপি তু নৈব। কিন্তু একা ত্বমেব অতি সমর্থা অতিশয় যোগ্যা, প্রসভং বলাৎ প্রবিশ্য 'মম প্রতপ্ত-হৃদয়ে' ইতি যাবৎ, সদৈব রাজসি শোভসে। হৃদয়স্য তাপমুপশম্য মামপি শান্তয়সীতি ভাবঃ ॥ ৬৮ ॥

তোমাতে পরমানুরক্তা; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তথাপি তোমার হৃদয় রতি-বিষয়ে দরিদ্রতমতা পরিত্যাগ করিল না!! ৬৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ—হে সুরত-পণ্ডিতে! মদনানলে অত্যন্ত তাপিত আমার হৃদয়ে অতি সুকুমারী মুগ্ধা সেই ব্রজ-সুন্দরীগণ কখনও প্রবেশ করিতে সমর্থা হইতে পারেনা, সামর্থা-শিরোমণি একা তুমিই কেবল বলপূর্ব্বক আমার সেই প্রতপ্তহৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বদাই শোভা পাইতেছ। এমন কি, আমার হৃদয়ের সমস্ত তাপ বিদূরিত করিয়া আমাকে পরমা শান্তি প্রদান করিতেছ ॥ ৬৮ ॥

শ্রীরাধাহ— তদয়ে [হৃদয়ে] স্বরঙ্গ-দানে *
স্বরঙ্গনা স্তাঃ সমানয় ক্ষিপ্রম্।
তত্তন্নাম গৃহীত্বা
মুরলীগানে তবাত্র কো যত্নঃ ॥ ৬৯ ॥

হে লম্পট শেখর! তব হৃদয়ে স্মর-শিখিতপ্তে ইতি যাবৎ। স্বরঙ্গদানে স্বকীয়ানাং রঙ্গাণাং প্রদানবিষয়ে স্বরঙ্গনাঃ অপ্সরসঃ এব সমর্থাঃ ভবন্তি। অতঃ মুরলীগানে বংশীধ্বনৌ তত্তন্নাম গৃহীত্বা তাসাং নিজনিজ নামোচ্চার্য্য ক্ষিপ্রং অতিশীঘ্রং তাঃ স্বর্গ-স্ত্রীঃ সমানয় আহ্বয়। অত্র তাসামানয়ন-বিষয়ে তব কঃ যত্নঃ প্রয়াসঃ বর্ত্ততে। যতো বংশীগণং শ্রুত্বৈব তা বিমুগ্ধাঃ সত্যঃ স্বয়মাগমিষ্যন্তি। "স্মরাঙ্গদানে" ইতি পাঠে স্মরস্য মদনস্য অঙ্গানাং গণ্ডাধরোষ্ঠস্তনাদীনাং দানে স্বর্গণিকাঃ এব সমর্থাঃ, কুতঃ কুলবত্যঃ? "ষড়ঙ্গ-দানে" ইতি বা পাঠে ষণ্ণাং অঙ্গানাং দৃগ্ভঙ্গী-চুম্বনালিঙ্গনাধর-পান-মর্দ্দন-সঙ্গমরূপাণামিতি বোধ্যম্ ॥ ৬৯ ॥

শ্রীরাধা—হে রমণী-লম্পট! কামানল-সন্তপ্ত তোমার হৃদয়ে নানাবিধ রঙ্গরস প্রদান বিষয়ে একমাত্র অপসরাগণই সমর্থা হইবে। অতএব তুমি বংশীধ্বনিতে তাহাদের নিজ নিজ নাম গ্রহণ পূর্ব্বক উহাদিগকে আনয়ন কর; 'উহাদিগকে আনিতে আমার অনেক কষ্ট পাইতে হইবে' একথাও বলিতে পারনা, কেননা তোমার যে মুরলী কুট্টিনী রহিয়াছে—সেই তাহাদিগকে সহজে আনিয়া দিবে, অতএব তোমার আর প্রয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। ['স্মরাঙ্গদানে' এই পাঠে মদনোদ্দীপক অঙ্গ সমূহের প্রদান বিষয়ে এবং 'ষড়ঙ্গদানে' এই পাঠে স্বরত-রসোদ্দীপক কটাক্ষ প্রভৃতি মুখ্য ছয়টী অঙ্গের দান বিষয়ে বুঝাইবে] ॥ ৬৯ ॥

* 'স্মরাঙ্গদানে' বা 'ষড়ঙ্গদানে'।

কৃষ্ণ আহ— নন্দনবন-কুসুমাঞ্চিত-
শিরোঽপি ধর্ত্তুং নিজাত্যযোগ্যতয়া।
তব পদনখতল-সবিধে
লজ্জন্তে সুরবরাঙ্গনা অপি তাঃ ॥ ৭০ ॥

শ্রীরাধাহ— নাভী-বিবরবরান্মে
সমুদ্গতেয়ং ন কান্ত! রোমালী।

হে রমণী-মুকুটমণি! তাঃ প্রসিদ্ধাঃ সুরবরাঙ্গনাঃ দেবস্ত্রিয়ঃ **অপি** নিজাত্যযোগ্যতয়া সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধী-প্রভৃতিভিঃ ত্বয়া সহ নিজানাম্ অতিশয়হীনতয়া তব পদনখতলসবিধে তব পদনখানাং তলদেশ সমীপে নন্দনবন-কুসুমাঞ্চিত-শিরোঽপি নন্দনকাননস্থ-পারিজাত-প্রভৃতি কুসুমাদি-ভূষিত-মস্তকমপি ধর্ত্তুং স্থাপয়িতুং লজ্জন্তে সঙ্কুচিতা ভবন্তি। অত স্তব সমীপে তাসামাকর্ষণং নিরর্থকিমেব ॥ ৭০ ॥

হে কান্ত! মে মম নাভী-বিবর-বরাৎ নাভীরূপ বিল-শ্রেষ্ঠাৎ সমুদ্গতা সমুত্থিতা ইয়ং পরিদৃশ্যমানা রোমালী রোমশ্রেণী ন, কিন্তু প্রকুপিতা অতি কোপনশীলা ভুজগী কালসর্পী এব। তৎ তস্মাৎ স্বকরং নিজহস্তং তদুপরি

শ্রীকৃষ্ণ—হে রমণী-মুকুটমণি রাধে! স্বর্গ-স্ত্রীগণ পরম-রূপবতী হইলেও সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধী প্রভৃতি গুণ-দ্বারা তোমার সহিত নিজেদের অতি অযোগ্যতা উপলব্ধি করতঃ নন্দন-বনস্থ অতি সুরভিত কুসুমদ্বারা সুবাসিত নিজ নিজ মস্তকও তোমার পদ-নখের তল সমীপবর্ত্তী করিতে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে ॥ ৭০ ॥

শ্রীরাধা—হে প্রাণপ্রিয়তম! আমার নাভীরূপ গর্ত্ত হইতে উদ্গত এই যে রোমাবলী দেখিতেছ—ইহাকে সামান্য রোমাবলী জ্ঞান করিও না। এ' অতিশয় প্রকুপিতা কালভুজঙ্গিনী;

কিন্তু প্রকুপিত-ভুজগী

তদুন্মুখং কিমু চিকীর্ষসি স্বকরম্ ॥ ৭১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ— তব রোমালী-ভুজগী

খেলয়িতুং মৎকর শ্চলত্যভিতঃ।

ভবদখিলাঙ্গ-গতান্যপি

রোমাণ্যুদ্‌যান্তি কিং রোদ্ধুং [যোদ্ধুম্] ॥৭২

নিঃক্ষিপ্যেতি শেষঃ উন্মুখং উদ্‌গত-ফণং চিকীর্ষসি কর্ত্তুমিচ্ছসি কিমু কথং? যতঃ হে রমণী-ভুজঙ্গ! প্রকুপিত-ভুজগীণাং ফুৎকারেণ অচিরাদেব হত-প্রভো ভবিষ্যসি, অতো দুঃসাহসিকাৎ কার্য্যাৎ বিরমেতি ভাবঃ ॥ ৭১ ॥

হে রতিরণোৎসুকে প্রাণেশ্বরি! তব রোমালী-ভুজগীং নাভী-বিবরস্থিত রোমাবলীরূপ-কালসর্পীং খেলয়িতুং ক্রীড়য়িতুং মৎকরঃ মম হস্তঃ অভিতঃ চতুর্দ্দিক্ষু চলতি প্রসর্পতি কিন্তু হে প্রিয়ে! ভবদখিলাঙ্গগতানি তব সর্ব্ব শরীর-স্থিতানি রোমাণি রোদ্ধুং বারয়িতুং মৎ করমিতি শেষঃ উদ্যান্তি পুলকচ্ছলেন উদ্‌যুক্তানি ভবন্তি কিং? 'যোদ্ধু'মিতি পাঠে মাং পরাভবিতুমুদ্‌গতানি কিমিত্যর্থঃ ॥ ৭২ ॥

সুতরাং বার বার ইহার উপর হস্তার্পণ করিয়া ইহাকে দ্বিগুণতর কুপিতা করিতে ইচ্ছা করিতেছ কেন? তুমি জান না কি যে প্রকুপিত ভুজগীর ফুৎকার মাত্রই ভুজঙ্গরাজ হতপ্রভ হইয়া থাকে ॥ ৭১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ—হে বিলাসিনি! তোমার নাভীবিবর হইতে উত্থিত রোমাবলীরূপ কালভুজঙ্গিনীকে খেলা করাইবার জন্য আমার হস্ত চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে। তোমার সর্ব্ব শরীরের রোমাবলী উৎপুলকছলে আমার ঐ হস্তকে রোধ করিতে উদ্যুক্ত হইতেছে কি? ৭২ ॥

শ্রীরাধাহ— মদখিল গাত্রভটা অপি
যতঃ পরাভবমবাপ্য মুহ্যন্তি।
স্মর-রণমত্তে ত্বয়ি কিং
বত রোম্নাং যুজ্যতে যুদ্ধম্ ॥ ৭৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ — বয়মতি কৃশাশ্চ তদপি
প্রভবামোদ্গমবিধাবিতি প্রকটম্।

হে বাগ্মি-প্রবর! মদখিল-গাত্রভটাঃ মম সর্ব্বাঙ্গ-রূপ-সৈন্যানি অপি যতঃ তব সকাশাৎ পরাভবং পরাজয়ং অবাপ্য প্রাপ্য মুহ্যন্তি মূর্চ্ছিতা ভবন্তি বত বিস্ময়ে, স্মররণমত্তে রতিসমরোন্মত্তে ত্বয়ি রোম্নাং রোমাবলীনাং যুদ্ধং কিং যুজ্যতে? অপি তু নৈবেত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥

হে অলসাঙ্গি রাধে! অহো আশ্চর্য্যং, চতুরাঃ অতি-বিদগ্ধাঃ রোমভটাঃ তব রোমাবলীরূপ সৈন্যবিশেষাঃ "বয়ং অতিকৃশাঃ অতিক্ষীণাঃ চ, তদপি তথাপি উদ্গমবিধৌ উত্থান-বিষয়ে, প্রিয়সঙ্গজনিতানন্দাতিশয়েনেতি যাবৎ

শ্রীরাধা—হে বাচস্পতি! তোমাকে আর কিই বা বলিব? তোমার সহিত রতিযুদ্ধে আমার নিখিল অঙ্গরূপ সৈন্যগণ পরাভূত হইয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ অলসে অবশ হইয়া পড়িয়াছে; কি বিস্ময়ের কথা—রতিরণে উন্মত্ত সেই তোমারই সহিত কিনা আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গস্থ রোমাবলীর যুদ্ধ!! এ' কি কখনও সম্ভবপর হয়? ৭৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ—হে অলসাঙ্গি রাধে! কি আশ্চর্য্য!! তোমার অতি চতুরা রোমাবলী রূপ সৈন্য-সমুদয়; "হে দেবি! আমরা ত অতি কৃশ, তথাপি কোনও আনন্দময় ব্যাপারে কেমন উৎফুল্লতা

ভবতী মুদ্‌গমচর্য্যাং
রোম ভটাঃ (ঘটাঃ) স্মারয়ন্ত্যহো চতুরাঃ ॥৭৪॥

শ্রীরাধাহ— রতিরস-পরবশ ! সহতে
তেঽতথ্যং কি মে তনোরম্বয়ঃ †

প্রভবাম শক্তা ভবামঃ” ইতি প্রকটং প্রকাশ্যং যথা স্যাত্তথা ভবতীং উদ্‌গমচর্য্যাং উত্থান-চাতুরীং স্মারয়ন্তি। “হে দেবি! আলস্যং পরিহায় রসচাতুর্য্যঞ্চ প্রকাশ্য নবজলধরোপরিষ্ঠাৎ বিদ্যুদ্বৎ নরীনর্ত্তস্বেতি শিক্ষয়ন্তীব” ॥ ৭৪ ॥

হে রতিরস-পরবশ ! বিলাস-রসোন্মত্ত নাগর! মে মম তনোরন্বয় রোমরাজিঃ তে তব অতথ্যং অন্যায্যং কিং কথং সহতে ? অতঃ পুলকমিষেণ ত্বাং তর্জ্জয়তি। কিমতথ্য-মিতি চেৎ, শৃণু—অতিবামং মৃদু-স্বভাবাং, প্রেমবতীং বা তাং প্রসিদ্ধাং কুলবতীং ব্রজকুলরামাং রময়সি স্বেচ্ছাক্রমেণ

সহকারে উত্থিত হইতে সক্ষম হইতেছি—দেখত! অতএব অলসে অবশ হওয়া তোমার উচিত কি ?” পুলকছলে প্রকাশ্য-রূপে তোমাকে এইভাবে উত্থান-প্রকার চাতুরী স্মরণ করাইয়া দিতেছে ॥ ৭৪ ॥

শ্রীরাধা—হে বিলাস-রসোন্মত্ত নাগর! তুমি প্রেমবতী ব্রজকুলললনাদিগকে অতি নির্দ্দয়ভাবে রমণ করিতেছ! এবং নিজ অঙ্গ-কান্তি দ্বারা উহাদিগকে আকৃষ্ট করতঃ কুলধর্ম্মাদিত্যাগ

† সা কথমিত্থং ময়া তবাত্যনয়ম্।

রময়স্যতি বামামপি

তাং ন চ দয়সে কান্ত্যা বেদয়সে ‡ ॥৭৫॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ— স্মরশর-রাধে রাধে !

সমরে সমরেখয়াঞ্চিতে দ্বিতয়ে।

বিলসসি, ন চ দয়সে দয়া-লেশমপি ন প্রকাশয়সি। পরন্তু কান্ত্যা নিজাঙ্গ-লাবণ্যাদিনা পুনঃ পুনঃ আবেদয়সে আহ্বয়সি, কিম্বা বেদয়সে পীড়য়সি ॥ ৭৫ ॥

হে রাধে! স্মরশররাধে কামবাণব্যাপৃতে ইহ অস্মিন্ দ্বিতয়ে সমরে আবয়োর্দ্বয়োঃ মিলিত-রতিরণে সমরেখয়া সম-পরিমিতেন অঞ্চিতে যুক্তে সমালিঙ্গিতে ইতি যাবৎ ভবদঙ্গ-মদঙ্গে তব শরীরং মম শরীরঞ্চ অধুনা সংপ্রতি প্রতিভটং প্রতি-যোদ্ধারং রোমরাজিং ধুনানে বিকম্পন-কারিণী,

করাইয়া নানাভাবে পীড়া দিতেছ। তোমার এই সকল অন্যায় ব্যবহার আমার রোমরাজি সহ্য করিতে না পারিয়াই পুলকছলে তোমাকে তর্জ্জন করিতেছে ৭৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ—হে রাধে! মদন-রাজের অসংখ্য বাণ-পরিবৃত আমাদের এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে সমরেখযুক্ত অর্থাৎ পরস্পর সমালিঙ্গিত তোমার অঙ্গ ও আমার অঙ্গ এই উভয়ে এখনই প্রতিভট অর্থাৎ প্রতিযোদ্ধা তবাঙ্গস্থিত রোমরাজির পরাভবকারী হউক।

‡ স্বয়ন্তু নো দয়সে ॥

ইহ ভবদঙ্গ-মদঙ্গে
প্রতিভটমধুনা ধুনানে স্তাম্॥ ৭৬॥

শ্রীরাধাহ— প্রস্বেদাম্বু বমন্তী
ঘনরসসিক্তেব গাত্রবল্লী মে।
দলিতো ললিতাকল্প
স্তল্পশ্চ খণ্ডিতো নো বা কতিধা॥ ৭৭॥

পরাভব-কারিণী বা স্তাং ভবতাং। [ইত্যুক্ত্বৈব লম্পট-কলাগুরুঃ রসিক-শিরোমণিঃ মদমত্তগজরাজ ইব সুরতরঙ্গিণ্যাং গান্ধর্ব্বায়াং স্বচ্ছন্দং বিলসিতবানিত্যুন্নেয়ম্] ॥ ৭৬॥

হে বৃন্দাবন-কুঞ্জররাজ! মে মম গাত্রবল্লী তনু-লতা প্রস্বেদাম্বু ঘর্ম্মজলং বমন্তী উদ্গীরন্তী সতী ঘনরসসিক্তা মেঘ-জল-পরিপ্লুতা ইব ভবতি। ললিতাকল্পঃ মনোহর-ভূষণাদিকং, ললিতয়া দত্তং ভূষণজাতং বা দলিতঃ বিমর্দ্দিতঃ, খণ্ডিতশ্চ; মম তল্পঃ কুসুমশয্যা চ কতিধা নো বা খণ্ডিতঃ বিস্রস্তীকৃতঃ। অতো হে দয়াবীর! বিরম্যতাং সুরত-সমরাদিতি ভাবঃ॥ ৭৭॥

[এইরূপ বলিতে না বলিতেই বিলাসরসোন্মত্ত নাগরেন্দ্রচূড়ামণি প্রাণপ্রিয়া শ্রীমতী রাধারাণীর সহিত স্বচ্ছন্দভাবে বিলাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন]॥ ৭৬॥

শ্রীরাধা—হে নিকুঞ্জ-কুঞ্জর-পতি! দেখ দেখি—আমার এই দেহলতাটী পুনঃ পুনঃ ঘর্ম্মজল বমন করিতে করিতে যেন বৃষ্টি-ধারায় আপ্লুতবৎ হইয়াছে। আবার আমার যে সকল মনোহর বেশভূষাদি, তাহাও তোমা কর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত হইয়াছে; এমন মনোহর কুসুমশয্যাখানি কতপ্রকারেই না স্রস্ত বিস্রস্ত করিয়াছ? সুতরাং এক্ষণে আমার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া ক্ষমা কর এবং সুরত-সমর হইতে বিরত হও॥ ৭৭॥

শ্রীরাধাহ— খেলতি মনঃকরী তে
সত্যং প্রকটং স লক্ষ্যতে কিন্তু।
তত্রৈক্যং মম মনসো
ব্রূষে কোঽত্রাভিপ্রায় স্তে? ৮১॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ— শ্রীমন্মদন-সুরোত্তম-
সেবা-সংসিদ্ধয়ে তু নৌ মনসী।

হে নাগরবর! স প্রসিদ্ধঃ মদন-মদ-মত্তঃ তে তব মনঃকরী মনোরূপঃ মাতঙ্গঃ তত্র তস্মিন্ কেলিসরোবরে প্রকটং প্রকাশ্যং যথা স্যাত্তথা খেলতি ক্রীড়তি—ইতি তু সত্যমেব লক্ষ্যতে ময়া প্রত্যক্ষমেবানুভূয়তে। কিন্তু মম মনসঃ ঐক্যং তব মনসা সহ একীভাবাপন্নং ব্রূষে কথয়সি. অত্র তব কঃ অভিপ্রায়ঃ অস্তি ইত্যহং ন জানে॥ ৮১॥

হে চতুরিণি! নৌ আবয়োঃ মনসী মানসৌ শ্রীমন্মদন-সুরোত্তম-সেবা-সংসিদ্ধয়ে পরম-শক্তি-সম্পন্নস্য কামরূপ দেবশ্রেষ্ঠস্য পরিচর্য্যা-নিষ্পাদনার্থং

শ্রীরাধা—হে লম্পট-চূড়ামণি! মদন-মদমত্ত মাতঙ্গস্বরূপ তোমার চঞ্চল মন এই কেলিসুধা-সরোবরে যে অনবরত খেলা করিতেছে—ইহা আমি বিশেষভাবেই লক্ষ্য করিয়াছি বা করিতেছি। কিন্তু তোমার মনের সহিত আমার মনের যে ঐক্যবিধান করিতেছ এই বিষয়ে তোমার অভিপ্রায় যে কি, আমি কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না॥ ৮১॥

শ্রীকৃষ্ণ—হে চতুরিণি! দেখ দেখি—আমাদের উভয়ের মন দুইটী মহামন্মথ-চক্রবর্ত্তীর পরিচর্য্যার নিমিত্ত ব্যস্তসমস্তভাবে

ঐক্যমবাপ্য ত্বরয়া

তত্র চ সাযুজ্যমীহেতে ॥ ৮২ ॥

শ্রীরাধাহ— স্বস্মিন্নেব তনো র্মম

মনস শ্চাপ্যেকদৈব সাযুজ্যম্।

প্রসভং কুরুষে দেব !

ত্বমেব সাক্ষান্মহামদনঃ ॥ ৮৩ ॥

ত্বরয়া অতিশীঘ্রং ঐক্যং একত্বং অবাপ্য অঙ্গীকৃত্য 'নিশ্চিতং' তত্র চ মদনদেবে সাযুজ্যং বিলয়ম্ ঈহেতে অভিলষতঃ ॥ ৮২ ॥

হে দেব ! কেলি-বিলাসিন্! মহামদনঃ কোটি-মন্মথ-মন্মথঃ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষরূপঃ ত্বমেব প্রসভং বলাৎ মম তনোঃ শরীরস্য মনসশ্চাপি একদৈব সমকালমেব স্বস্মিন্নেব আত্মন্যেব সাযুজ্যং কুরুষে। অপরস্যাত্র কো নাম দোষঃ ? ত্বং স্বয়মেব মম কায়মনসোঃ স্বস্মিন্নৈক্যং বিধায় বলাৎ ক্রীড়সীতি ভাবঃ ॥ ৮৩ ॥

একত্র মিলিত হইয়া ঐ মদনরাজেতে সাযুজ্যই অভিপ্রায় করিতেছে ॥ ৮২ ॥

শ্রীরাধা—হে পরমবিলাসরস-রসিকবর ! কোটি কোটি কাম পরাস্তকারী মহামন্মথচক্রবর্ত্তী ত তুমিই প্রত্যক্ষরূপে বল পূর্ব্বক আমার কায়মনকে নিজেতেই সাযুজ্য প্রাপ্ত করাইতেছ—অর্থাৎ আমাকে বিমুগ্ধ করিয়া যথেচ্ছ রমণ করিতেছ !! ৮৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ— সর্ব্বস্বাত্ম-সমর্পণ-
কারিণ্যৈ তে মুদা মারঃ।
স্বীয়াং মৌক্তিকমালা-
মলিকে স্বেদকণব্যাজাদ্দত্তে ॥ ৮৪ ॥

শ্রীরাধাহ— ত্বদলক-নিকর স্তামপি
নীত্বা স্তিম্যতি হঠাদয়ং চপলঃ।

হে রতিরসোন্মাদিনি! প্রিয়ে! মারঃ কামদেবঃ মুদা আনন্দেন সর্ব্বস্বাত্ম-সমর্পণকারিণ্যৈ নিজ সর্ব্বসম্পত্তিং আত্মানঞ্চ সমর্পণকারিণ্যৈ তে তুভ্যং স্বীয়াং স্বকীয়াং মৌক্তিক-মালাং নিজকণ্ঠস্থিত-মুক্তামালাং স্বেদকণ-ব্যাজাৎ ঘর্ম্মবিন্দুচ্ছলাৎ অলিকে তব ললাট-তলে দত্তে প্রদত্তবান্ ॥ ৮৪ ॥

হে নাগরবর! চপলঃ অতি চঞ্চলঃ অয়ং ত্বদলকনিকরঃ তব চূর্ণ-কুন্তল-সমূহঃ তাং মদলিকস্থিতাং মৌক্তিক-মালাম্ অপি নীত্বা গৃহীত্বা

শ্রীকৃষ্ণ—হে প্রিয়ে! মন্মথরাজ চক্রবর্ত্তীকে তুমি যেমন নিজ সর্ব্বস্ব, এমন কি আত্মা পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়াছ, তিনিও পরম সন্তুষ্ট হইয়া আত্ম-সমর্পণকারিণী তোমাকে পুরস্কার-রূপে নিজ কণ্ঠস্থ মুক্তা মালাটী ঘর্ম্ম-বিন্দুচ্ছলে তোমার ললাটপটে প্রদান করিয়াছেন! হে কামিনি! তোমাদের উভয়ের এই আদান প্রদান দর্শনে আমি তোমাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি ॥ ৮৪ ॥

শ্রীরাধা—হে নাগরেন্দ্র! অতি চঞ্চল এই তোমার অলকরাজি আমার ললাটস্থিত মদন রাজার দত্ত মুক্তামালারূপ ঘর্ম্মবিন্দু সকল গ্রহণ করিয়া নিজে সিক্ত হইয়াছে; ইহা

মদন-প্রসাদ ইত্যতি-

ভাগ্যং সংশ্লাঘতে স্বীয়ম্॥ ৮৫॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ— তাম্বূলামৃত রসলব-

লাভেনৈবাত্র গর্ব্বিতে ভবন্নয়নে।

অন্তর্বহিরপি তদ্রস-

মুদিতে গণ্ডে কথং নু মে হসতঃ॥ ৮৬॥

স্তিম্যতি আর্দ্রীভবতি ইতি হেতোঃ অয়ং মদনপ্রসাদঃ স্মর-নরপতেঃ পারিতোষিকং স্বীয়ং অতিভাগ্যং পরমসৌভাগ্যং 'মত্বা' সংশ্লাঘতে গর্ব্বিতো ভূত্বা বর্দ্ধতে এব॥ ৮৫॥

নু ভোঃ পরমরসলোলুপে! রাধে! তাম্বূলামৃতানাং চর্ব্বিত-তাম্বূলানাং রসস্য যো লবঃ তস্য লাভেনৈব মদধরাদত্যল্পমাত্রপ্রাপ্ত্যৈব গর্ব্বিতে অতিশয়াভিমানিনী ভবন্নয়নে তব নয়নযুগলং অন্তর্বহিরপি বাহ্যাভ্যন্তরমপি তদ্রস-মুদিতে তাম্বূলরস-রঞ্জিতে মে মম গণ্ডে কথং হসতঃ উপহসতঃ॥৮৬॥

দেখিয়া স্মরনরপতির পারিতোষিক স্বরূপ আমার ললাটস্থ ঘর্ম্মবিন্দু সকল নিজের পরম সৌভাগ্য মনে করিয়া দ্বিগুণতরভাবে শ্লাঘান্বিত হইতেছে অর্থাৎ গর্ব্বসহকারে বর্দ্ধিত হইতেছে॥ ৮৫॥

শ্রীকৃষ্ণ—হে প্রাণ-প্রিয়ে! চুম্বন সময়ে মদধরস্থিত তাম্বূলরাগের এক কণা মাত্র লাভ করিয়া তোমার নয়ন দুইটি এতই গর্ব্বান্বিত হইয়াছে যে বাহ্যাভ্যন্তর তাম্বূলরাগে রঞ্জিত আমার গণ্ডদ্বয়কে পর্য্যন্ত উপহাস করিতেছে॥ ৮৬॥

শ্রীরাধাহ— যৎ সূচয়সি [সূত্রয়সি] রসপ্রিয় !
তদিদং স্বেনৈব পাঠিতং তন্ত্রম্।
স্বয়মেব ব্যাচষ্টে
স ভবানিতি কিল নম স্তুভ্যম্॥ ৮৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ— মন্মুখ-পঙ্কেরুহমপি
চিত্রমিদং যদ্বিকাশয়স্যধিকম্।

হে রসপ্রিয় হে রসিক-শেখর ! যৎ সূচয়সি কথয়সি তদিদং নয়ন-গণ্ডচুম্বনাদিকং স্বেনৈব পাঠিতং অধ্যাপিতং তন্ত্রং শাস্ত্রং, পঙ্খেতি যাবৎ স ভবান্ তস্মিন্ তন্ত্রে প্রসিদ্ধঃ পণ্ডিত-প্রবরো ভবান্ স্বয়মেব ব্যাচষ্টে ব্যাহৃতবান্। ইতি এবম্ভূতাচার্য্য-স্বরূপায় কিল তুভ্যং নমঃ। [কজ্জল-পরিশোভিতং অতি সরলং মন্নয়নযুগলং নিজাধরস্থ-তাম্বূলরাগেণ স্বয়মেব রঞ্জয়িত্বা কৌটিল্যঞ্চ শিক্ষয়িত্বা পুনঃ কথং তদেব দোষয়সি] ॥ ৮৭ ॥

হে গুণবতি রাধে ! ত্বমতি সুরভিতেন অতি সৌরভযুক্তেন নিজ-বদন-সুধাকরস্য মুখচন্দ্রস্য সুধাদ্রবেণ অধরামৃতেনেতি যাবৎ মন্মুখপঙ্কেরুহম্ মম

শ্রীরাধা—হে রসিক-প্রবর ! তুমি যে আমার নয়ন যুগলের দোষ সূচনা করিতেছ, ইহা ত তোমারই পড়ান বিদ্যা, উহাদের দোষ কি ? উহারা ত অতি তরল এবং কজ্জলে রঞ্জিত সরলই ছিল ; তুমি নিজাধরামৃত তাম্বূলরাগে রঞ্জিত করিয়া ও কৌটিল্য শিক্ষা দিয়া স্বয়ংই আবার উহাদিগকে অহঙ্কারী বলিয়া দোষ ব্যাখ্যান করিতেছ !! তোমার বালাই যাই হে চতুর শিরোমণি ! মহাশয়কে নমস্কার !! ৮৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ—হে গুণবতি রাধে ! অতিশয় সুগন্ধ-পরিপূর্ণ তোমার মুখচন্দ্রের অমৃত রসদ্বারা তুমি যে আমার মুখ-কমলকে

গুণবত্যতি সুরভিতেন (সুরভয়তা)
স্ববদন-সুধাকর-সুধা-দ্রবেণ হি ॥ ৮৮ ॥

শ্রীরাধাহ— নীলনিধে র্বত পোতো
বিন্দুব্যাজেন রক্ষিত শ্চিবুকে ।

মুখকমলম্ অপি অধিকং যথা স্যাত্তথা মদ্বিকাশয়সি যৎ প্রফুল্লয়সি হি নিশ্চিতং ইদন্তু চিত্রং অত্যাশ্চর্য্যমেব। [যস্মাৎ গগনচন্দ্রোদয়ে কমলং মলিনায়তে, অত্র তু বৈপরীত্যমেব পরিলক্ষিতং, যত্তব মুখচন্দ্রামৃত-পানমাত্রেণৈব মন্মুখকমলমত্যধিকং প্রফুল্লং পরিপুষ্টঞ্চ ভবতি। অহো! তবাপরিসীম-শক্তি-প্রভাবঃ] ॥ ৮৮ ॥

হে নাগর-বর! নীলনিধেঃ নীলমণেঃ পোতঃ শাবকঃ বিন্দুব্যাজেন বিন্দুচ্ছলেন 'ময়া' নিজ-চিবুকে রক্ষিতঃ স্থাপিতঃ; কিন্তু অয়ং অতি লোলুপঃ ভবদধরঃ তং বিন্দুম্ অপি হৃতবান্ চুম্বন-চ্ছলেনাপহৃতবান্।

অধিক পরিমাণে বিকসিত করিতেছ—ইহা অতি আশ্চর্য্যই বটে !! কারণ, গগনচন্দ্রের উদয়মাত্র কমল মলিন ও মুদ্রিত হইয়া থাকে, আর এই চন্দ্রের সুধা পানমাত্রই কমল অধিকতর উল্লসিত ও বিকসিত হইতেছে !! আশ্চর্য্য তোমার অপরিসীম শক্তি-প্রভাব !!! ৮৮ ॥

রাধা—হে নাগর! তুমি আমার অধরের দোষ দিতেছ কেন বল দেখি? আমি আমার চিবুকে একটী নীলমণির শাবককে বিন্দুচ্ছলে পোষণ করিতেছিলাম; তোমার এই অতিলোভী অধর তাহাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া নিজেই ধনী হইল। বল দেখি এইরূপ অন্যায় আমি আর কত সহ্য করি?

তমপি চ ভবদধরোঽয়ং
হৃতবানিতি কতি মৃষাম্যনয়ম্ ॥ ৮৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ— অনুরাগিণমপি সাগস [সমরস]
মধরং মে দণ্ডয়স্ততঃ কোপাৎ।
রদনাস্ত্রেণ তদপ্যভি-
মনুতে লব্ধ-প্রসাদমেবায়ম্ ॥ ৯০ ॥

ইতি এবম্বিধং অনয়ং অন্যায্যং কতি কতিধা মৃষামি সহে তদ্বদেতি শেষঃ। [প্রথমং তাবৎ ত্বয়ৈব চুম্বনাদিনা উন্মত্তীকৃতয়া ময়া যদ্ যদাচরিতং, তত্তু প্রতিশোধমূলকমেব] ॥ ৮৯ ॥

হে ভামিনি। অতঃ নীলমণি-বিন্দু-হরণাদেব কোপাৎ অতিরোষাৎ অনুরাগিণং ত্বয়ি অনুরক্তং অপি মে মম অধরং সাগসং অপরাধিনমিব রদনাস্ত্রেণ দন্তরূপতীক্ষ্ণাস্ত্রেণ দণ্ডয়সি বিখণ্ডয়সি। অহো! পরমসুশীলোঽয়ং মমাধরঃ তদ্দণ্ডমপি লব্ধ-প্রসাদং প্রাপ্তানুগ্রহম্ এব অভিমনুতে সর্ব্বথা গৃহ্লাতি ॥ ৯০ ॥

কাজেই আমার অধর তাহার প্রতিশোধ না লইয়া আর কি করিবে? ৮৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ হে প্রিয়ে! এতক্ষণেই বুঝিলাম যে সেই নীলমণি-বিন্দু অপহরণ জন্য অতিশয় কোপ-বশতই তুমি আমার অনুরক্ত অধরকে মহান্ অপরাধীর ন্যায় দন্তরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করতঃ কঠোর শাস্তিবিধান করিয়াছ! কিন্তু কি আশ্চর্য্য!! প্রিয়ে দেখ দেখ আমার পরম সুশীল এই অধর তোমা প্রদত্ত সেই কঠোর দণ্ডকেও পরম অনুগ্রহ মনে করিয়া অঙ্গীকার করিতেছে ॥ ৯০ ॥

শ্রীরাধাহ— অধি-রদনচ্ছদনং মে

স্বরদনকীর্ত্তিং ন কিং বিচারয়সি।

যুবতী-সভাসু চিত্রং

ত্রপাকুলতমতেয়ং নু ময়ি সৃষ্টা * ॥৯১॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ— বিষমাশুগরণরঙ্গে

† স্বাঙ্গেনাতুল-পরাক্রমা ক্রমসে।

হে লম্পটকলাগুরো! মে মম রদনচ্ছদং অধরোষ্ঠং অধি লক্ষীকৃত্য স্বরদনকীর্ত্তিং নিজদশনানাং খণ্ড-বিখণ্ডনরূপ-কার্য্যকলাপং কিং ন বিচারয়সি অনুভবসীত্যর্থঃ, নু ভোঃ সুরতচপল! চিত্রং অত্যাশ্চর্য্যম্, ময়ি ইয়ং অপূর্ব্ব রচনা যুবতী-সভাসু রমণী-মণ্ডলীষু ত্রপাকুলতমতা সাতিশয় লজ্জাপ্রদা এব সৃষ্টা ॥ ৯১ ॥

হে দয়িতে! প্রিয়ে! বিষমাশুগস্য পঞ্চবাণস্য রণরঙ্গে সমর-প্রসঙ্গে অতুল পরাক্রমা অপরিসীমবিক্রম-শালিনী ত্বং স্বাঙ্গেন নিজাঙ্গ-প্রত্যঙ্গেন 'মাম্' আক্রমসে প্রচুরতর-বলবীর্য্যশৌর্য্যচাতুর্য্যাদিভিঃ মমাঙ্গ-প্রত্যঙ্গং

শ্রীরাধা—হে লম্পট! আমার অধরোষ্ঠ দুইটী দেখিয়াও কি তোমার নিজ দন্তপংক্তির কীর্ত্তি-কলাপ বিচার করিতে পারিতেছ না? বলদেখি বধুঁ! অতি আশ্চর্য্যরূপে আমাতে এই যে অপূর্ব্ব কারুকার্য্য-রচনা—ইহা কি কুলরমণী মণ্ডলে অত্যন্ত লজ্জা-প্রদ হইবে না? ৯১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ—হে প্রিয়ে! অখণ্ড প্রতাপশালী মদনরাজের সমর-প্রসঙ্গে অতুল পরাক্রমবিশিষ্টা যে তুমি নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ

---

* নিস্ত্রপতা যা ময়ি সৃষ্টা। † স্বাঙ্গে যাতুল।

দর্শয় ভুজবলময়ি ভো
মযি তে দয়িতে গুণাবলী ফলতু ॥৯২॥

শ্রীরাধাহ— তন্বীমপি তনুমেতাং
মুহুরতি দার্ঢ্যেণ বেষ্টয়তে।
ত্বদ্‌ভুজ-ভুজঙ্গপাশঃ
শ্বাসো মে কেবলং বলতে ॥ ৯৩ ॥

রময়িত্বা মাং পরাভবসীত্যর্থঃ ; অয়ি ভোঃ রাধে! সা ত্বং সম্প্রতি ময়ি ভুজবলং নিজবাহ্বোঃ পরাক্রমং দর্শয় অতিবলেন মাং সুদৃঢ়মালিঙ্গয়েতি ভাবঃ ; তে তব গুণাবলী ফলতু যুবতীসভাসু পরম-কীর্ত্তিমতী ভব ॥ ৯২ ॥

হে সুরত-মদোদ্ধত! ত্বদ্‌ভুজ-ভুজঙ্গ-পাশঃ তব বাহুরূপ নাগ-পাশঃ তন্বীং রতিরণ-পরিশ্রমেণাতিক্ষীণাং অপি এতাং উন্মুক্তাং মম তনুং শরীরং অতি দার্ঢ্যেণ অতিশয়দৃঢ়রূপেণ মুহুঃ বারংবারং বেষ্টয়তে আলিঙ্গয়তি, অতঃ সংপ্রতি মম কিঞ্চিদপি সামর্থ্যং নাস্তি। কেবলং শ্বাসঃ এব বলতে অতি ক্লেশেন ঘনশ্বাস এব নির্গচ্ছতি ॥ ৯৩ ॥

দ্বারা আমাকে আক্রমণ করিতেছিলে—সেই তুমি এখন এত অলসাঙ্গী হইলে কেন? এখন আমার প্রতি নিজ ভুজবল দর্শন করাইয়া যুবতী-সমাজে যশস্বিনী হও ॥ ৯২ ॥

শ্রীরাধা—হে মদমত্ত-মাতঙ্গ! তোমার অতি নির্দ্দয় বাহুরূপ নাগপাশযুগল—আমার শরীর রতিরণ-শ্রমে অতিশয় ক্ষীণ হইলেও ইহাকে পুনঃ পুনঃ দৃঢ়তরভাবে বেষ্টন করিতেছে। দেখ দেখ বধুঁ! আমার কেমন ঘন-শ্বাস বহিতেছে! আর কোনই সামর্থ্য নাই ॥ ৯৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ— সম্প্রতি সাক্ষাৎকারো
মদনস্য স্যাদিতীব জানীমঃ।
যন্ন শ্চেত স্বরতে
নিরুপমমত্রৈক-ভাবায় ॥ ৯৪ ॥

শ্রীরাধাহ — তাণ্ডব-পণ্ডিত! নিতরা-
মলমধ্যাপন-শ্রমেণ তে।

হে প্রিয়ে! সংপ্রতি মদনস্য কামদেবস্য সাক্ষাৎকারঃ প্রত্যক্ষদর্শনং স্যাৎ ভবেৎ ইতি এবম্প্রকারম্ এব জানীমঃ অনুভবামঃ। যৎ যস্মাৎ নঃ অস্মাকং নিরুপমং উপমারহিতং, পরমানন্দময়মিত্যর্থঃ, চেতঃ চিত্তং অত্র অস্মিন্ সময়ে একভাবায় সাযুজ্যভাবায় স্বরতে উদ্যুক্তং ভবতি; হে প্রাণেশ্বরি! তব মম চ চিত্তং একীভূয় কামদেবস্য সেবার্থমুদ্যুক্তং ভবতি; অতঃ কামদেবঃ সাক্ষাৎ প্রকটোভবেদিতি মন্যামহে ॥ ৯৪ ॥

হে তাণ্ডব-পণ্ডিত! স্মর-চক্রবর্ত্তিনো রঙ্গভূমৌ তাণ্ডবাখ্যনৃত্যকলাবিদাং শ্রেষ্ঠ! এতে পরিদৃশ্যমানাঃ মদপঘনাঃ মম জঘনাদয়ঃ চারণ-চর্য্যাসু মদন-মহাধীপস্য যা যা নৃত্যকলা স্তাস্বিত্যর্থঃ স্বয়মেব নৈপুণ্যাং পারদর্শিতাং

শ্রীকৃষ্ণ হে রসবতি! আমাদের উভয়ের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া মদনরাজ প্রকট হইবেন—এইরূপই যেন মনে হইতেছে। যেহেতু নিরুপম উভয়ের চিত্তই এক হইয়া উঁহার সেবা করিবার জন্য উদ্যোগী হইতেছে ॥ ৯৪ ॥

শ্রীরাধা—হে নাগরেন্দ্র! মহারাজাধিরাজ কামদেবের রঙ্গস্থলে তাণ্ডব-নৃত্যে তুমি পরম পণ্ডিত এবং ব্রজ-রমণীগণকে এই নৃত্য-শিক্ষা দিবার জন্য মহারাজ তোমাকে নিযুক্ত করিয়া-

মদপঘনাঃ স্বয়মেতে

চারণ-চর্য্যাসু যান্তি নৈপুণ্যম্ ॥ ৯৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ — মদন-মহাঘন-ঘূর্ণা

ঘ্রাতান্যঙ্গানি নৌ প্রিয়ে! যুগপৎ।

যান্তি প্রাপুবন্তি। অতঃ তে তব নিতরাং অত্যর্থং অধ্যাপন-শ্রমেণ নৃত্যবিদ্যা-শিক্ষাপ্রদান পরিশ্রমেণ অলং নিষ্প্রয়োজনং [মিথঃ কথাপ্রসঙ্গেন অঙ্গপ্রত্যঙ্গদীনাং দর্শন-স্পর্শনাদিনা চ নাগরেন্দ্রস্য ভাব-বিশেষঃ সঞ্জাতঃ, অতঃ সমুৎকণ্ঠিতস্য প্রাণবন্ধোঃ আশয়মভিজ্ঞায় দেবী শ্রীরাধিকা বৈপরীত্যে প্রবৃত্তা ভবতীতি ধ্বনিঃ] ৯৫ ॥

হে প্রিয়ে! মদন-মহাঘন-ঘূর্ণাঘ্রাতানি মদনরূপ-মহামেঘ-জনিতয়া প্রবল চক্রবাতেন ব্যাকুলিতানি নৌ আবয়োঃ অঙ্গানি যুগপৎ সমকালমেব সোন্মাদং রতিরসমদ-বিহ্বলং যথা স্যাত্তথা শ্বাসোদিত-জয়-চতুরিমভরং প্রবল-নিশ্বাস-জনিত-জয়-চাতুর্য্য-সীমাং অন্যোন্যং পরস্পরং দিশন্তি

ছেন—সত্য, কিন্তু আমার জঘনাদি অঙ্গ সকল ঐ সমস্ত নৃত্যবিদ্যায় পরম নিপুণতা লাভ করিয়াছে—দেখ! অতএব ইহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তোমাকে আর পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে না ॥ ৯৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ—হে প্রিয়ে! অনঙ্গরূপ মহামেঘজনিত 'প্রবল ঘূর্ণাবায়ু দ্বারা ব্যাকুলিত আমাদের উভয়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল উন্মত্ততা সহকারে পরস্পরকে প্রবল নিঃশ্বাস জনিত জয়ের সম্পর্কে চতুরতার সীমা উপদেশ করিতেছে। মহামেঘ জনিত প্রবল ঘূর্ণাবায়ুতে নিপতিত মহাপরাক্রমশালী ব্যক্তির ও যেমন

শ্বাসোদিত † জয়-চতুরিম-

ভরমন্যোন্যং দিশন্তি সোন্মাদম্॥ ৯৬॥

[শ্রীগ্রন্থকর্ত্তা আহ।]

লোচন-মীনচতুষ্টয়-

মধুনা নিষ্পন্দতামুরীকুরুতে।

উপদিশন্তি। যথা মহামেঘোত্থ প্রবল চক্রবাত-নিপতিতানাং মহা পরাক্রম-শালিনামপি বৈবশ্যং ব্যাকুলতা চ জায়তে, তথা মদনজনিত প্রবল-বিলাসাতিরেক-ঘূর্ণয়া উভয়ো রঙ্গ-প্রত্যঙ্গানি মহাবৈবশ্যমেব ভজন্তিতরাং—ঘন শ্বাসব্যাজেন এতদেব বিজ্ঞাপয়ন্তীতি ধ্বনিঃ॥ ৯৬॥

[লোচনেত্যারভ্য খবিয়দিত্যন্তং শ্লোকনবকং সেবাপরাসখীভাবাশ্রিতস্য গ্রন্থকর্ত্তুঃ স্বাভিলষিত সেবা-প্রার্থনাদি-ব্যঞ্জকম্] লোচন-মীন-চতুষ্টয়ং উভয়োঃ নয়নরূপ শফরী-চতুষ্টয়ং অধুনা নিষ্পন্দতাং স্থিরতাং উরীকুরুতে

বিবশতা ও ব্যাকুলতা অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ মহামদনোত্থ প্রবল বিলাসাতিশয় রূপ ঘূর্ণা দ্বারা উভয়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ মহাবৈবশ্য প্রাপ্ত হইতেছে—ঘনশ্বাসচ্ছলে ইহাই যেন জানাইতেছে॥ ৯৬॥

[এই (৯৭) শ্লোক হইতে শেষ শ্লোক পর্য্যন্ত নয়টী শ্লোক সেবাপরা মঞ্জরী-ভাবাশ্রিত গ্রন্থকর্ত্তার স্বাভিলষিত-সেবাপ্রার্থনাদি ব্যঞ্জক—] উভয়ের নয়নরূপ ক্ষুদ্র মৎস্য চারিটী অতিশয় চঞ্চল-স্বভাব হইলেও সম্প্রতি বিলাস-রসালস প্রযুক্ত স্থিরতা অঙ্গীকার

---

† স্বস্বোচিত।

রসভর-বিস্ময়মত্তে

নৈসর্গিক-চেষ্টিত-স্মৃতিঃ কিং স্যাৎ ? ৯৭ ॥

চন্দন-নলদ-সুধাংশু-

দ্রবময়-জলযন্ত্র-বেশ্ম-মধ্যস্থে।

স্থলজলরুহদল-কল্পিত-

তল্পেঽসুপ্তাং রত-শ্রান্তৌ ॥ ৯৮ ॥

অঙ্গীকুরুতে ; যতঃ রসভরবিস্ময়-মত্তে পূর্ণ-রস-ব্যাপার-বিস্ময়েন উন্মত্তে সতি নৈসর্গিক-চেষ্টিতস্মৃতিঃ স্বভাব-সিদ্ধ-ব্যাপারস্য স্মরণম্‌ অপি স্যাৎ কিং—অপি তু নৈব ॥ ৯৭ ॥

চন্দনস্য, নলদস্য উশীরস্য, সুধাংশোঃ কর্পূরস্য চ যো দ্রবঃ তন্ময়ং তন্মিশ্রিতং যৎ জলং তৎপরিপূর্ণেন যন্ত্রেণ "ফোয়ারা" ইত্যাখ্যেন পরিমণ্ডিতে বেশ্ম-মধ্যস্থে নিকুঞ্জমন্দিরাভ্যন্তরস্থিতে, স্থলজ-কমলানাং জলজ-কমলানাঞ্চ দলৈঃ কল্পিতে বিরচিতে তল্পে শয্যায়াং রতশ্রান্তৌ রতিরণ-ক্লান্তৌ শ্রীরাধারাধারমণৌ অসুপ্তাং গাঢ়ালিঙ্গনপরৌ সুপ্তবন্তৌ ॥ ৯৮ ॥

করিতেছে। যেহেতু পরিপূর্ণ রস বিষয়ে উন্মত্ত হইলে স্বভাব-সিদ্ধ ব্যাপারের স্মরণ পর্য্যন্তও থাকিতে পারে না ॥ ৯৭ ॥

আহা মরি মরি !! চন্দন, বেণামূল, কর্পূর প্রভৃতির দ্রব দ্বারা সুরভিত, নানাবিধ জলযন্ত্রে পরিশোভিত শ্রীনিকুঞ্জমন্দিরা-ভ্যন্তরস্থিত স্থল-কমল ও জলকমলের দলে বিরচিত অতি সুকোমল শয্যায় রতিরণে অতি ক্লান্ত শ্রীরাধা ও শ্রীরাধারমণ দৃঢ় আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হইয়া শয়ন করিলেন ॥ ৯৮ ॥

[অপি চ] ক্রমবলিতৈ র্নিঃশ্বসিতৈঃ
সুরভয়তোঃ স্বামিনো রথান্যোন্যম্।
নিদ্রাবৃদ্ধিমবেত্য
প্রমোদ-সিন্ধাবয়ং জনঃ প্লবতাম্॥ ৯৯ ॥
সুরতকথামৃতমার্য্যা-
শতকং নতকন্ধরো জনো জুষতাম্।

ক্রম-বলিতৈঃ রসালসভরাৎ ক্রমেণ বর্দ্ধিতৈঃ নিঃশ্বসিতৈঃ দীর্ঘনিঃশ্বাসৈঃ অন্যোন্যং পরস্পরং সুরভয়তোঃ স্বাভাবিক-সুগন্ধিশরীরয়োরপি পুনঃ পদ্মগন্ধময়ং কুর্ব্বতোঃ স্বামিনোঃ প্রাণেশ্বরীপ্রাণেশ্বরয়োঃ নিদ্রাবৃদ্ধিং প্রগাঢ়-নিদ্রাং অবেত্য জ্ঞাত্বা অয়ং মাদৃশঃ জনঃ ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্রঃ প্রমোদসিন্ধৌ আনন্দ-সাগরে প্লবতাং নিমগ্নো ভবতু ॥ ৯৯ ॥

অহো আশ্চর্য্যং স্বামিনোঃ যুগলকিশোরয়োঃ রতসুখস্য বিলাস-জনিতানন্দস্য ধাম্নঃ নিভৃত-নিকুঞ্জস্য গবাক্ষে জালরন্ধ্রে শ্রিত-নয়নঃ দত্তেক্ষণঃ

[কুসুম শয্যায় পরস্পর দৃঢ়ালিঙ্গনে আবদ্ধ এবং] ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস দ্বারা সুরভিত প্রাণেশ্বর ও প্রাণেশ্বরীর গাঢ় নিদ্রা অবগত হইয়া এই মাদৃশ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জনও পরমানন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হউক অর্থাৎ প্রাণেশ্বরী ও প্রাণে-শ্বরের গাঢ় নিদ্রা হইলে নিজ সেবার প্রকৃষ্ট সময় উপস্থিত হইয়াছে—ইহা জানিতে পারিয়া কবে আমি পরমানন্দ-সাগরে ডুবিয়া যাইব ॥ ৯৯ ॥

প্রাণেশ্বরী ও প্রাণেশ্বরের রতিসুখ বিলাসের স্থান নিভৃত নিকুঞ্জের জাল-রন্ধ্রে দত্ত-নয়ন সুতরাং নমিত-গ্রীব জন [শ্রীগুরু]

রত-সুখধাম গবাক্ষ-
শ্রিত-নয়নঃ স্বামিনো রহো কৃপয়া ॥ ১০০ ॥
প্রবিশতু শনৈঃ শনৈরথ
মূকিত-নূপুরং জন স্তত্র।

সুতরাং নতকন্ধরঃ নমিত-গ্রীবঃ জনঃ রসলোলুপঃ মাদৃশঃ জনঃ কৃপয়া শ্রীগুরোঃ করুণয়া সুরত-কথামৃতং সুরত-সময়ে রসিক-মিথুনয়োঃ সুধা-বিনিন্দিতং বচনামৃতং আর্য্যাশতকং আর্য্যাজাতিভিঃ নিবদ্ধং শ্লোক-শতকং জুষতাং সেবতাং ॥ ১০০ ॥

অথ অনন্তরং অয়ং জনঃ সেবা-পরায়ণা মঞ্জরীতি যাবৎ. মূকিত-নূপুরং তূলিকাদিনাবরুদ্ধ নূপুরং যথা স্যাত্তথা তত্র বিলাস-নিকুঞ্জাভ্যান্তরে শনৈঃ শনৈঃ ধীরপাদবিক্ষেপেণ প্রবিশতু গচ্ছতু। পুনঃ যূনোঃ যুবযুগলস্য গাত্রে অঙ্গানীতি যাবৎ, নিভাল্য উৎফুল্ল-নয়নাভ্যাং দৃষ্ট্বা স্ববলয়রাজীং

কৃপায় সুরত সময়ে যুগলকিশোরের পরস্পর উক্তি-প্রত্যুক্তি-রূপ অমৃত-পরিপূর্ণ আর্য্যাছন্দে রচিত শ্লোক-শতক সেবা করুক অর্থাৎ আস্বাদন করুক ॥ ১০০ ॥

উভয়ের গাঢ় নিদ্রা অবগতির পরে মাদৃশ সেবাপরা সহচরী নিজ চরণের নূপুরধ্বনি অবরোধ করতঃ অতিধীরে মৃদুপাদবিক্ষেপে সেই বিলাস নিকুঞ্জাভ্যন্তরে প্রবেশ করুক্ এবং যুগলকিশোরের উন্মুক্ত ও বিলুলিত শ্রীঅঙ্গ দর্শন করিয়া নিজকরের কঙ্কণ-বলয়াদি আভরণ সকল উত্তরীয়দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক দৃঢ়ভাবে

গাত্রে নিভাল্য যূনোঃ
স্ববলয়-রাজীং পিধায় বধ্নাতু ॥ ১০১ ॥
কম্পন-চকিতৈ রলিভি
স্ত্যক্তুমশক্যেন তালবৃন্তেন।
বীজয়তু শ্রম-সলিলং
প্রত্যঙ্গং শোষিতং নিরূপয়তু ॥ ১০২ ॥

নিজকরস্থিতালঙ্কারসমূহং পিধায় উত্তরীয়েণাচ্ছাদ্য বধ্নাতু ঝণৎকার-ভয়েন বলয়-কঙ্কণাদিকং দৃঢ়ভাবেন বন্ধনং করোতু ॥ ১০১ ॥

কম্পন-চকিতৈঃ ব্যজনার্থং চালনেন চমকিতৈরপি অলিভিঃ ভ্রমরৈঃ ত্যক্তুম্ সৌরভলোভাৎ পরিত্যক্তুং অশক্যেন অসমর্থেন তালবৃন্তেন অয়ং জনঃ সেবাপরাসখী 'যুবযুগলস্য প্রত্যঙ্গং' বীজয়তু। শ্রম সলিলঞ্চ বিলাসশ্রম জনিতং ঘর্ম্মজলমপি শোষিতং শুষ্কং ইতি যাবং নিরূপয়তু নির্ণয়তু, পশ্যতু বা ॥ ১০২ ॥

বন্ধন করুক্, যেন আভরণাদির ঝণৎকার শব্দে প্রাণকোটি-সর্ব্বস্ব যুব-যুগলের নিদ্রাসুখভঙ্গ না হয় ॥ ১০১ ॥

ব্যজনের ঈষৎ কম্পনদ্বারা চমকিত হইলেও ভ্রমরগণ যাহাকে ত্যাগ করিতে পারিতেছে না—এইরূপ তালবৃন্ত দ্বারা মাদৃশ জন যুগল-কিশোরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বীজন করুক্ এবং শ্রমজল সকল শোষিত করুক্। অর্থাৎ ভ্রমরগণের মৃদুমধুর ও কর্ণ-রসায়ণ ধ্বনিযুক্ত ব্যজনদ্বারা মাদৃশ ক্ষুদ্রতমজনও রসিকযুগলের অনাবৃত অঙ্গসকল বীজন করিয়া শ্রমজল দূর করতঃ সুশীতল করুক্ ॥ ১০২ ॥

রাধাকুণ্ডতট বাস-

মহাসম্পদাং [মহা] মদঃ সোঽহয়ম্।

কিমু বাঞ্ছিতমতিদুর্ল্লভ-

বস্তুনি তম্মতে মমাস্তু সম্ভাব্যম্॥ ১০৩॥

শ্রীরাধা-কৃষ্ণয়োরতিদুরধিগম্য রহোলীলা বিলাসদর্শনসেবনাদি-বিষয়ে মাদৃশভজনহীনজনস্য আশাপি সুদুর্ল্লভা। তথাপি যদ্ বাঞ্ছিতং তত্তু রাধাকুণ্ডস্য তটে তীরে যা বাস-রূপা মহাসম্পৎ তাসাং যো মগামদঃ মহান্ গর্ব্বঃ, উল্লাসাতিরেকো বা স এবায়ং। তং সম্পদো মদং বিনা অতিদুর্লভবস্তুনি দুরধিগম্যবিষয়ে মম বাঞ্ছিতং অভিলষিতম্ অপি সম্ভাব্যং সঙ্গতং অস্তু কিমু? মত্ততামন্তরেণ কদাপি দুর্লভে বস্তুনি আশাপি ভবিতুং নার্হতীতি ভাবঃ॥ ১০৩॥

পরম রমণীয় অতি গূঢ়তর শ্রীরাধা গোবিন্দের লীলাবিলাসাদি দর্শন ও সেবাদি বিষয়ে আমা হেন ভজনহীন জনের আশা করাও অসম্ভব; তথাপি যে লোভ জন্মিয়াছে, ইহার মুখ্য কারণ শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে বসতি রূপ মহাসম্পদ জনিত মহামত্ততা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মত্ততা ব্যতীত এইরূপ পরম দুর্লভ বস্তু বিষয়ের বাঞ্ছা করাও আমার মত ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব-পর হইতে পারে কি? ১০৩॥

অষ্টকমধিক-রহস্য-
ব্যঞ্জকং মথ্নন্ নিবধ্যতেঽত্র শতকে।
তাদৃশভাব-বিভাবিত
হৃদয়ৈনৈবাস্তু তৎ সেব্যম্॥ ১০৪॥
খ-বিয়দৃতু-ক্ষমা-গণিতে
শাকে বৃষসংস্থিতে দিবাধীশে।

অধিক-রহস্য-ব্যঞ্জকং শ্রীরাধা-কৃষ্ণয়োঃ অতিগূঢ়রহস্য-প্রকাশকং অষ্টকং শ্রীরূপগোস্বামিনা গ্রথিতং 'সুরতাষ্টকং' মথ্নন্ মথিত্বা ময়া অত্র অস্মিন্ আর্য্যা-শতকে নিবধ্যতে স্থাপ্যতে, তৎ অতিরহস্যপূর্ণং বস্তু তাদৃশগোপীভাববিভাবিত-হৃদয়েন রসিক-জনেনৈব সেব্যং আস্বাদ্যং অস্তু ভবতু। [শ্লোকেনানেন সুরত-কথামৃতাস্বাদনে অধিকারী নির্ণীতঃ]॥১০৪॥

খমাকাশং শূন্যং (০), বিয়ৎ (০), ঋতুঃ (৬) ক্ষমা (১); অঙ্কস্য বামাগতিরিতিন্যায়েন ষোড়শশতসংখ্যকে শাকে শকাব্দে দিবাধীশে

শ্রীরাধামাধবের পরম নিগূঢ়-রসাত্মক শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের যে সুরতাষ্টক—তাহা বিশেষরূপে মন্থন করিয়া মৎকর্ত্তৃক এই শতকে স্থাপিত হইয়াছে; সুতরাং এই সুমধুর সুরতকথামৃত গ্রন্থখানি বিশুদ্ধ মাধুর্য্য পরিপূর্ণ ব্রজগোপীভাব-বিভাবিত-হৃদয় রসিকজন কর্ত্তৃকই সেবিত অর্থাৎ আস্বাদিত হউন—ইহাই আমার একান্ত বাসনা॥ ১০৪॥

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ এই গ্রন্থের দিন নির্দ্ধারণ করিতেছেন—১৬০০ শকাব্দে শুভ জ্যৈষ্ঠ মাসে এই সুরত কথামৃত রূপ চন্দ্র উদিত হইয়াছেন। সংপ্রতি আমার এই

সুরত-কথামৃতমুদগা-
দুদয়তাঞ্চ ভক্ত-হৃন্নভসি ॥ ১০৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-বিরচিতং
সুরত-কথামৃতাখ্যং
আর্য্যা-শতকং
সমাপ্তম্ ॥

দিনকরে বৃষসংস্থিতে বৃষরাশিং প্রাপ্তে সতি অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠে মাসি সুরত-কথামৃতম্ উদগাৎ প্রকাশমগাৎ, ইদঞ্চ সম্প্রতি ভক্তহৃন্নভসি রসিক-জনহৃদয়াকাশে উদয়তাং উদিতং ভবতু ॥ ১০৫ ॥

অদ্ভুত করুণা-বৃষ্টিধারয়া যস্য সমাপ্তমাপ্তেয়ম্।
সুরত-কথামৃত টীকা রসবোধিনী তং বন্দে শ্রীগুরুম্ ॥

ইতি শ্রীসুরত-কথামৃতে রসবোধিনী নাম্নী টীকা
সমাপ্তা ॥ ** ॥

কামনা যে রসিক ভক্তজনের হৃদয়াকাশে এই চন্দ্র উদিত হইয়া রসামৃত-ধারায় জগৎ প্লাবিত করুন ॥ ১০৫ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠকুর বিরচিত
সুরত-কথামৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ
সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীমদ্‌গুরবে সমর্পণমস্তু ॥